বাংলা পিডিএফ ডট নেট এর সৌজন্যে

লাইলী ২

ভোতনের প্রতিশোধ

শা হ রি য়া র

পাঞ্জেরী

শ্যামল

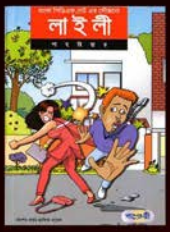

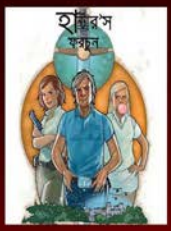

হাই কোয়ালিটিতে
ওয়াটারমার্ক বিহীন কমিকস
পড়তে আজই ভিজিট করুন
www.banglapdf.net

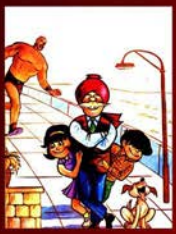

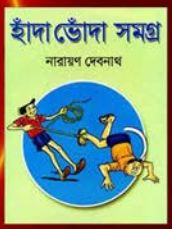

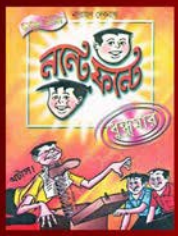

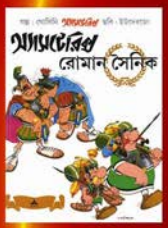

উৎসর্গ

শারনীন আর ফারিসাকে

ভোতনের প্রতিশোধ

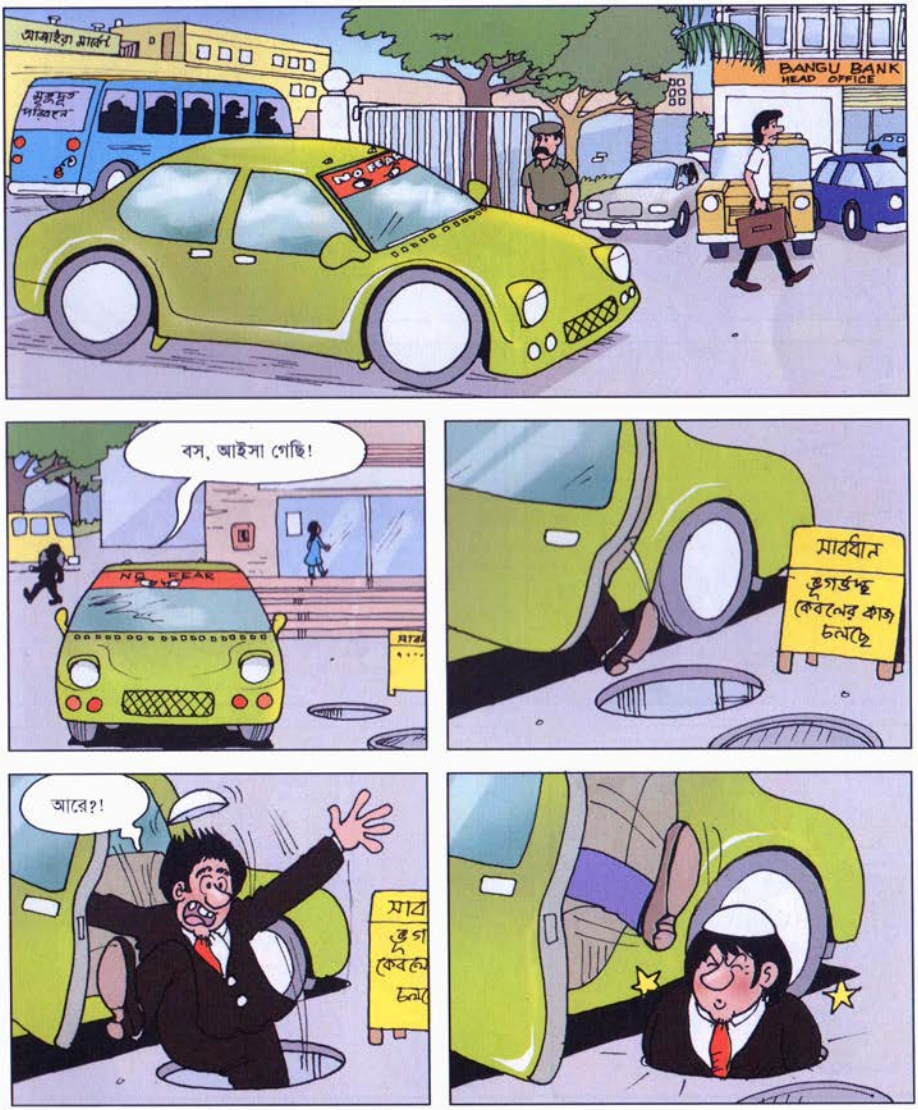
আমাইরা মার্কা
BANGU BANK
HEAD OFFICE
NO FEAR
বস, আইসা গেছি!
সাবধান
ভূগর্ভস্থ
কেবলের কাজ
চলছে
আরে?!

এ্যা ব্যা ব্যা ব্যা?
ENTRANCE
BANGU
সব রেডি বস!
আউগ!
VICE PRESIDENT

কাদের, জলদি ভদ্রলোকটাকে ওঠাও।
স্যার, ব্যাতা পাইছেন?
আপনেরা যেইখানে সেইখানে দরজা বানায়া মানুষ মারতে চান নি? এ্যা?
গ্যাঞ্জাম কইরা লাভ নাই। স্যার বড়লোক। একটা দরজা ভাঙছে- এইডা কোন ব্যাপার না!
এ্যাঁ!
এই ন্যান স্যারের কার্ড। দরজাডা মেরামত কইরা এইখানে বিল পাঠাইয়া দিবেন, ট্যাকা পায়া যাইবেন!
আচ্ছা বলুন তো, আপনার গলাটা পরিচিত লাগছে কেন?
ব-বব-ব-বব-বস!

ব-বস, ওটা ওটা ছিল লাইলী। সেই ভয়ংকর লাইলী। বস!
নেহী ই ই ই ই!
NO FEAR
দেখি ঐ লোকটা কার কার্ড দিয়ে গেল?
Dr VJ CHOWDHURY
PHD, FCPS, LLB
CHAIRMAN, CEO, PRESIDENT & MD
VJ GROUP
TEXTILES, GARMENTS, SHIPPING
420, KAZIPARA, DHAKA, BANGLADESH
TEL: 01410362012 FAX: 880-2-901193
ভিজে কি ভিডিও জকি? ড. ভিডিও জকি চৌধুরী? উহুঁ!
ভোতন! ভোতনুজ্জামান চৌধুরী, আর ওটা ছিল মুরগী মিল্টন! কী ব্যাপার?
অল্পের লেইগা বাইচ্চা গেছি! ভাইগ্যা ভাল সে আমাগো চিনে নাই!
এ এ এহ্! লা-লা-লাইলী! খ্যা খ্যাৎ!

ভোতনের হঠাৎ করে তোমার ব্যাংকে উদয় হবার কারণ বের করা উচিত!
হু!
আমি নিশ্চিত ও কোন বাটপারী করার পরিকল্পনা নিয়ে ব্যাংকে এসেছিল।
তোমার সাথে একমত। এ জন্য আমি খোঁজ খবর নিচ্ছি। VJ GROUP! হা:!
এখন ভোতন ভুলে যাও। বাড়ি ফিরেছি- এখন শুধু আমাদের কথা আমরা বলব।
শানা বাপু?
আমার জিনিয়াস মেয়ে!
এ কী পরেছ শানা? আবারো কালি ঝুলি লাগিয়েছ?
মা! বাপু!
কতদিন না বলেছি বাবার জিনিস নিয়ে এত ঘাটাঘাটি করবে না!
বাপু?

আরিফ কত দিন না বলেছি শানাকে তোমার যন্ত্রপাতি দিয়ে খেলতে দেবে না!
উঃ! সরি বেইবী!
লাইলী-আরিফ সাড়ে তিন বছর সংসার করছে। শানা এখন আড়াই, লাইলী আরো বড় ব্যাংকার হয়েছে। আরিফ একটা নতুন টেক্সটাইল ফ্যাক্টরী খুলেছে।
লাইলীকে এখন তেমন রাগারাগী করতে দেখা যায় না।
ক্রিং
ঐ যে শীবা- মঞ্জু এসেছে দরজাটা খোল।
দরজা খোলার আগে ফ্লোরটা দেখে নিও যাতে পিছনে খাবার মত কিছু না থাকে।
ওকে!
কী এক রহস্যময় কারনে ওরা মামা-ভাগ্নে নিয়মিত দরজার সামনে পিছলিয়ে পড়ে।
হুঁ সব পরিষ্কার!
মঞ্জু, শিবা, শিহান এসো এসো!
কেকটা রাখ মামা!
?!
কেন? কেন এটা সব সময়ই আমাদের ঘটে?
ধাড়াম!
তুমি আছাড় না খেলেই আমরা বরং অবাক হতাম!

আজ সেই কুখ্যাত ভোতন গুপ্তা আমার ব্যাংক এসেছিল আমাকে দেখে সে তার স্যাংগাতদের নিয়ে দৌড়ে পালিয়েছে!
ভোতন এখন VJ Group এর মালিক! VJ Group ব্যাটা বাটপার!
তাই নাকী!
এই যে ভোতনের কার্ড। এবার সাংবাদিক হিসেবে তোমার কাজ ভোতনের খোঁজ খবর বের করা। আমার ধারণা সে এখন ব্যাংক জালিয়াতির সাথে জড়িত।
ঠিক আছে!
ব্যাব ব্যাএ!
DR. VJ CHOWDHURY
420 SOUTH BARIDHARA
(BADDA)
DHAKA
BEWARE OF CROCK
স্যার, আপনাকে নতুন ব্যাংক-ঋণ দ্রুত পেতে হবে। গত দু বছরে আপনি ঋণ নিয়েছেন ২০০০ কোটি। তার ৫০০ কোটি গেছে ঘুষে।
আরো ৫০০ গেছে গাড়ি-বাড়ি কিনে। মদ-গাঁজা বাবদ ২০০ কোটি। ৩০০ কোটি আমাদের বেতন আর কাঁচা বাজারে!
স্যার আপনার হাতে মাত্র ৫০০ কোটি। স্যার আপনি গরীব হয়ে যাচ্ছেন!

স্যার এজন্য গতকাল বাংগু ব্যাংকের গফুর সাহেবকে ৫০০ কোটি ঋণের জন্য ফিটিং দিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি তো তাকে দরখাস্ত দিতেই ব্যর্থ হয়েছেন। সেজন্য আমাদেরকে যে...
এ এ এহ!
কোক!
বস! বস! ছাইড়া দ্যান, ও তো আপনের ব্যাংক আর কম্পিউটার একপাট! কমের লোক!
স-স-স-সরি!
ড্রিংক?
এএহ! এএহ!
না স্যার আমিই সরি, স্যার আমি বরং গফুর সাহেবকে এখানে এসে ঋণের প্রক্রিয়া শুরু করতে বলি যাতে দ্রুত ব্যাংগু ব্যাংক থেকে টাকা গুলো মারতে পারি!
ব্যাটাকে যখন ৫০ কোটি ঘুষ দিতেই হবে-তখন ব্যাটা খেটে খাক।
গুগুগুড!
গুগুগুড!
ও!
পট
হি হি হিহি হিহি হিহি...!
বাংগু ব্যাংক! YOU IS FINISHED!
হ্যাহ!
হি-আউক!
গাধার বাচ্চা। এইডা একটা হাসি হইল? বসে কী জোকস কইছে যে অমনে হাসস?

আমি তো খ্যা খ্যা রফিক না যে তার মতন হাসতে পারুম কিংবা তার মত আপনের মনের কথা ধরতে পারুম!
আপনে খ্যা খ্যা রফিকরে মাফ কইরা আবার দলে নেন!
এএহ! N-No খ্যা খ্যা!
স্যার এক কাজ করি জনাব রফিকের মতো একজনকে আপনার ব্যাক্তিগত সহকারী হিসেবে নিযুক্ত করি?
তস্কর জগতে অনেকেই বেশ প্রতিভাবান হাসিবাজ। তারা আপনার সাথে কাজ করতেও আগ্রহী।
আপনার এই FACEBOOK পাতায় ৪০০০ এর ওপর তস্কর LIKE দিয়েছে। এখানে বিজ্ঞাপন দিলেই হয় না?
Dr VJ Chowdhury
Photos
4001
Likes
Hates
আবশ্যক
ডঃ ভিজে চৌধুরীর ব্যাক্তিগত সেক্রেটারীর পদে একজন ভাল গুন্ডাকে নিয়োগ দেয়া হইবে। অতি চালাক গুন্ডারা আবেদন করিবেন না।
Party time
Tuesday
প্রার্থীকে ড. চৌধুরীর মনের কথা বুঝিতে হইবে এবং ইশারামাত্র খারাপ ভাবে হাসিতে হইবে প্রার্থীকে নগদ ৫০০০ টাকা সমেত দরখাস্ত...
লাই-লাই লাইক!
পরের শুক্রবার
ভিজে চৌধুরী তো ভিজে বেড়াল!
ওর সম্পর্কে বিশদ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। ঐ কার্ডের ঠিকানা ভুয়া। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক অনুসন্ধানে জানা গেছে ভিজে গ্রুপ ফকির ব্যাংকের ফকিরাপুল শাখা থেকে গত বছর ভুয়া কাগজপত্র দিয়ে ২০০ কোটি টাকা শিল্প ঋণ নিয়েছে!
২০০ কোটি?

তবে বাংলাদেশ ব্যাংক ভিজে গ্রুপ নিয়ে আরো গভীর অনুসন্ধান করছে। ভোতনের খোঁজ আমি...
দোস্তরা!
দোস্তরা! অবশেষে আমি অঘটন ঘটিয়েছি! হ্যাঁ! আমি প্রেমে পড়েছি!
তুই প্রেমে পড়েছিস?
কে সেই মেয়ে?
হা হা । ড. মন্টু করবে! প্রেম! তুই প্রেম চিনিস?
ভাবছিস চাপা মারছি? আমিও তোদের মতো প্রেমের অভিজ্ঞতা পাচ্ছি। মন আমার উড়ু উড়ু; জিভে কোন স্বাদ নেই; বুকটা যেন কেমন মোচড়ায়!
বাহ! তাহলে তো তুই সত্যি সত্যিই প্রেম পড়েছিস!
তো মেয়েটা কে? দেখতে কেমন?
কোন মেয়ের সাথে প্রেম করব সেটা ঠিক করিনি!
তার মানে কী?
প্রেমে ঠিকই পড়েছি। কিন্তু কার সাথে প্রম করব? ক্যাটরিনা? সোনাক্ষী না প্রিয়াংকা!
প্রিয়াংকা? কোন প্রিয়াংকা? তোমার হাসপাতালে যেই নতুন ডাক্তার মেয়েটা এসেছে সেই প্রিয়াংকা?
আমার হাসপাতালে আবার প্রিয়াংকাটা কে?? কই না তো! ও আচ্ছা ঐ নতুন মেয়েটা? আরে দূর! ওকে তো আমি চিনিই না। একদম ফালতু! অপছন্দ!

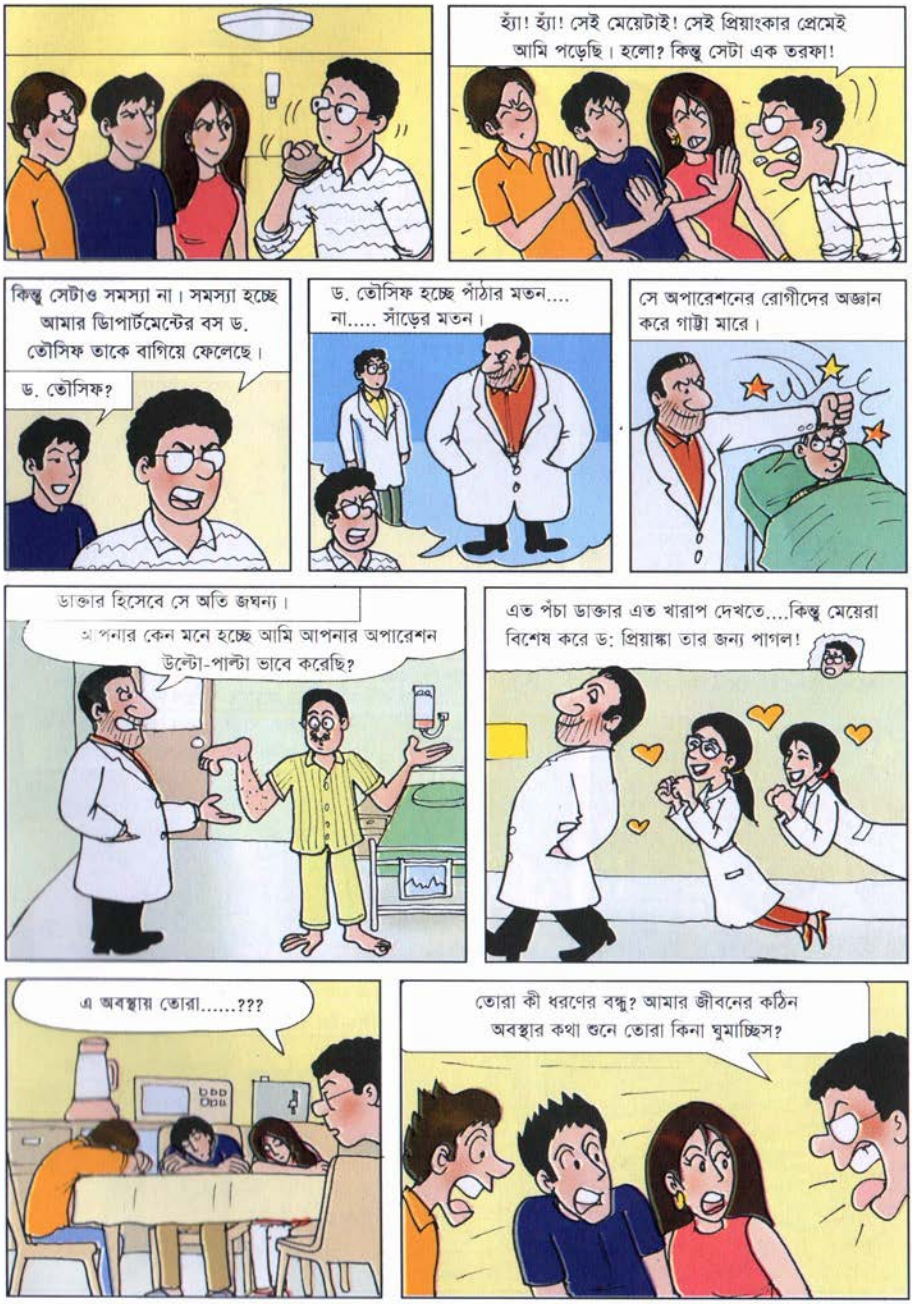
হ্যাঁ! হ্যাঁ! সেই মেয়েটাই! সেই প্রিয়াংকার প্রেমেই আমি পড়েছি। হলো? কিন্তু সেটা এক তরফা!
কিন্তু সেটাও সমস্যা না। সমস্যা হচ্ছে আমার ডিপার্টমেন্টের বস ড. তৌসিফ তাকে বাগিয়ে ফেলেছে।
ড. তৌসিফ?
ড. তৌসিফ হচ্ছে পাঁঠার মতন.... না..... সাঁড়ের মতন।
সে অপারেশনের রোগীদের অজ্ঞান করে গাট্টা মারে।
ডাক্তার হিসেবে সে অতি জঘন্য।
আপনার কেন মনে হচ্ছে আমি আপনার অপারেশন উল্টো-পাল্টা ভাবে করেছি?
এত পঁচা ডাক্তার এত খারাপ দেখতে....কিন্তু মেয়েরা বিশেষ করে ড: প্রিয়াঙ্কা তার জন্য পাগল!
এ অবস্থায় তোরা.....???
তোরা কী ধরণের বন্ধু? আমার জীবনের কঠিন অবস্থার কথা শুনে তোরা কিনা ঘুমাচ্ছিস?

আরে দোস্ত এত খেপছিস কেন?
কথা দিলাম, আমারা সবাই মিলে তোর প্রিয়াংকাকে জয় করে আনব!
ম্যা এ এ!
চুপ!
আয়রে ভৌত্তার বাচ্চা শাহরুখ!
আমি ফেন্সিডাইল সম্রাজ্ঞী লায়লা বেগম আমারে কেউ আটকায়া রাখতে পারে না!
আমি জেল থিকা পলাইছি তোর বাপ ভৌত্তার উপর প্রতিশোধ নিমু বইলা!
আহারে... রাজপুত্রের লাহান ছিল আমার স্বোয়ামী ভোতন। খালি স্বভাবে ছিল সে বাটপার। ফেন্সিডাইল বেইচ্চা কত-না সুখে রাখছিলাম তারে। তাও সে বাটপারী কইরা আমারে পুলিশে দিল।
নেও, খাওন। দেখ তো আমারে হিন্দি ছবির নায়িকার লহান লাগতাছে না?
কল্যাণপুরে এক আলিশান বস্তিঘরে কত না সুখে আছিলাম। কত ট্যাকা আছিল।
তয় ভৌত্তার বিশ্বাস নাই বইলা তারে ঘরে আটকায় রাইখা ফেন্সিডাইল ব্যবসায় যাইতাম।
দুপুরে খায়া লইও!

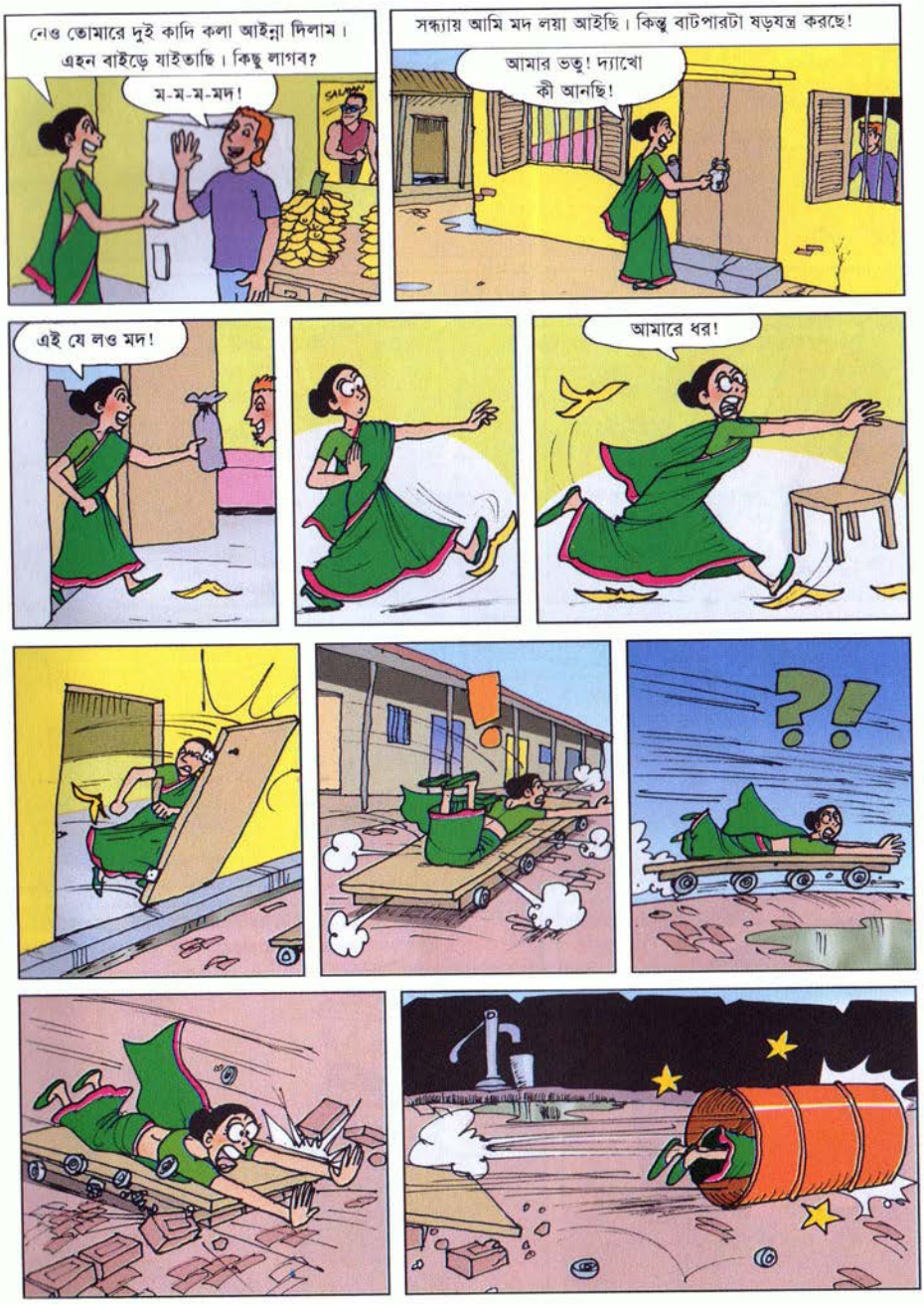
নেও তোমারে দুই কাদি কলা আইন্না দিলাম। এহন বাইড়ে যাইতাছি। কিছু লাগব?
ম-ম-ম-মদ!
সন্ধ্যায় আমি মদ লয়া আইছি। কিন্তু বাটপারটা ষড়যন্ত্র করছে!
আমার ভতু! দ্যাখো কী আনছি!
এই যে লও মদ!
আমারে ধর!
?!

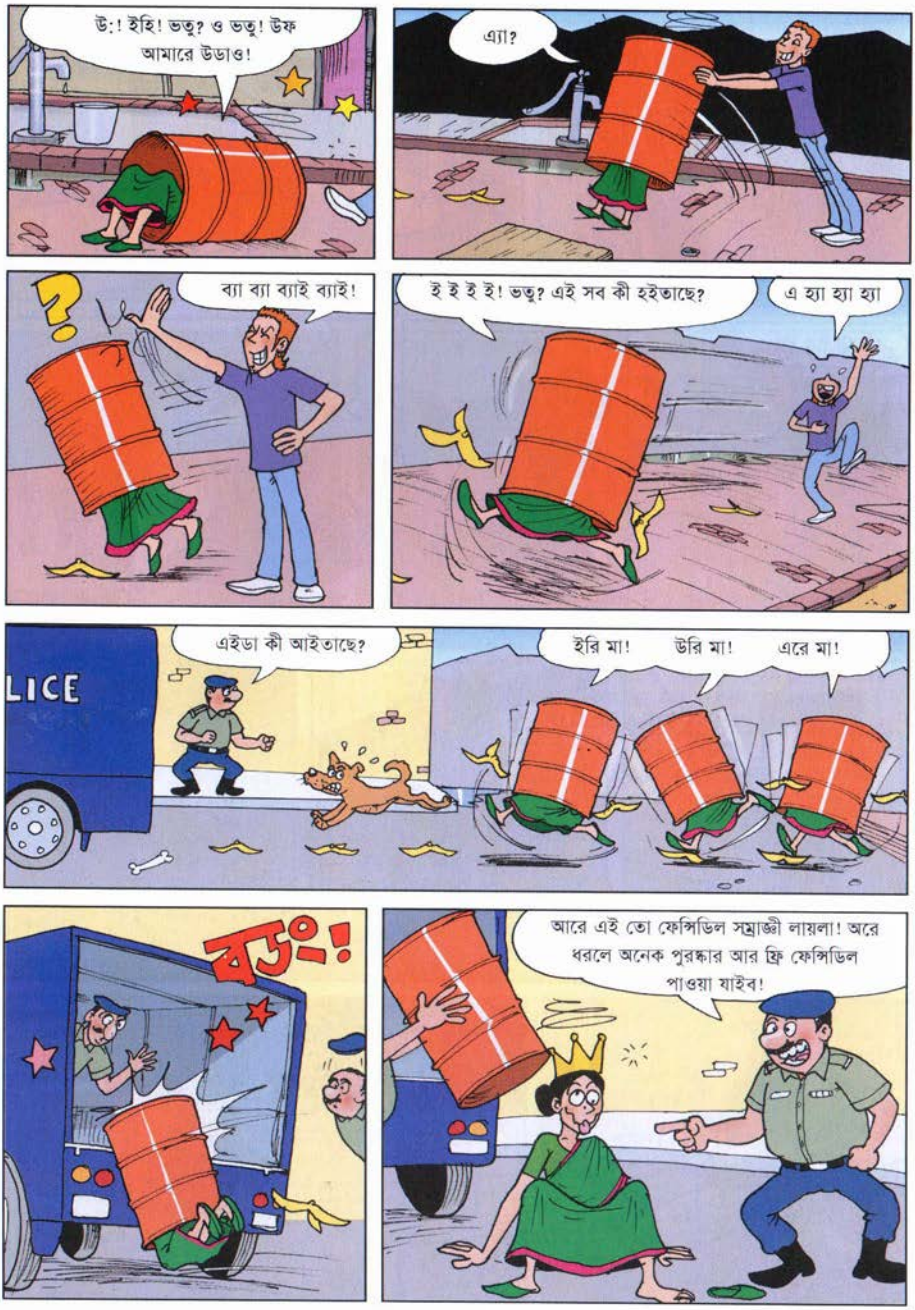
উ:! ইহি! ভতু? ও ভতু! উফ আমারে উডাও!
এ্যা?
ব্যা ব্যা ব্যাই ব্যাই!
ই ই ই ই! ভতু? এই সব কী হইতাছে?
এ হ্যা হ্যা হ্যা
এইডা কী আইতাছে?
LICE
ইরি মা! উরি মা! এরে মা!
বড়ং!
আরে এই তো ফেন্সিডিল সম্রাজ্ঞী লায়লা! অরে ধরলে অনেক পুরস্কার আর ফ্রি ফেন্সিডিল পাওয়া যাইব!

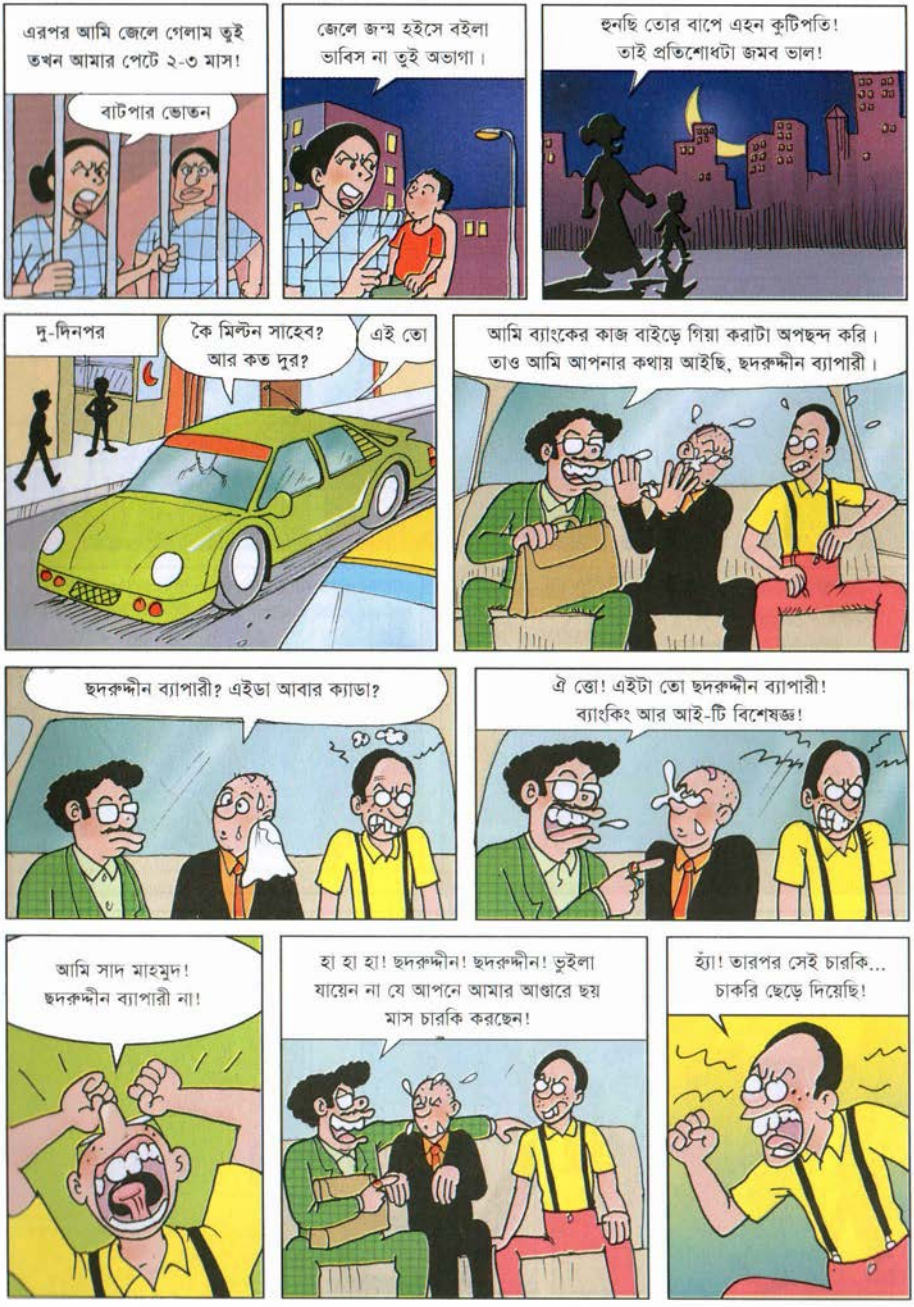
এরপর আমি জেলে গেলাম তুই তখন আমার পেটে ২-৩ মাস!
বাটপার ভোতন
জেলে জন্ম হইসে বইলা ভাবিস না তুই অভাগা।
হুনছি তোর বাপে এহন কুটিপতি! তাই প্রতিশোধটা জমব ভাল!
দু-দিনপর
কৈ মিল্টন সাহেব? আর কত দুর?
এই তো
আমি ব্যাংকের কাজ বাইড়ে গিয়া করাটা অপছন্দ করি। তাও আমি আপনার কথায় আইছি, ছদরুদ্দীন ব্যাপারী।
ছদরুদ্দীন ব্যাপারী? এইডা আবার ক্যাডা?
ঐ স্তো! এইটা তো ছদরুদ্দীন ব্যাপারী! ব্যাংকিং আর আই-টি বিশেষজ্ঞ!
আমি সাদ মাহমুদ! ছদরুদ্দীন ব্যাপারী না!
হা হা হা! ছদরুদ্দীন! ছদরুদ্দীন! ভুইলা যায়েন না যে আপনে আমার আণ্ডারে ছয় মাস চারকি করছেন!
হ্যাঁ! তারপর সেই চারকি... চাকরি ছেড়ে দিয়েছি!

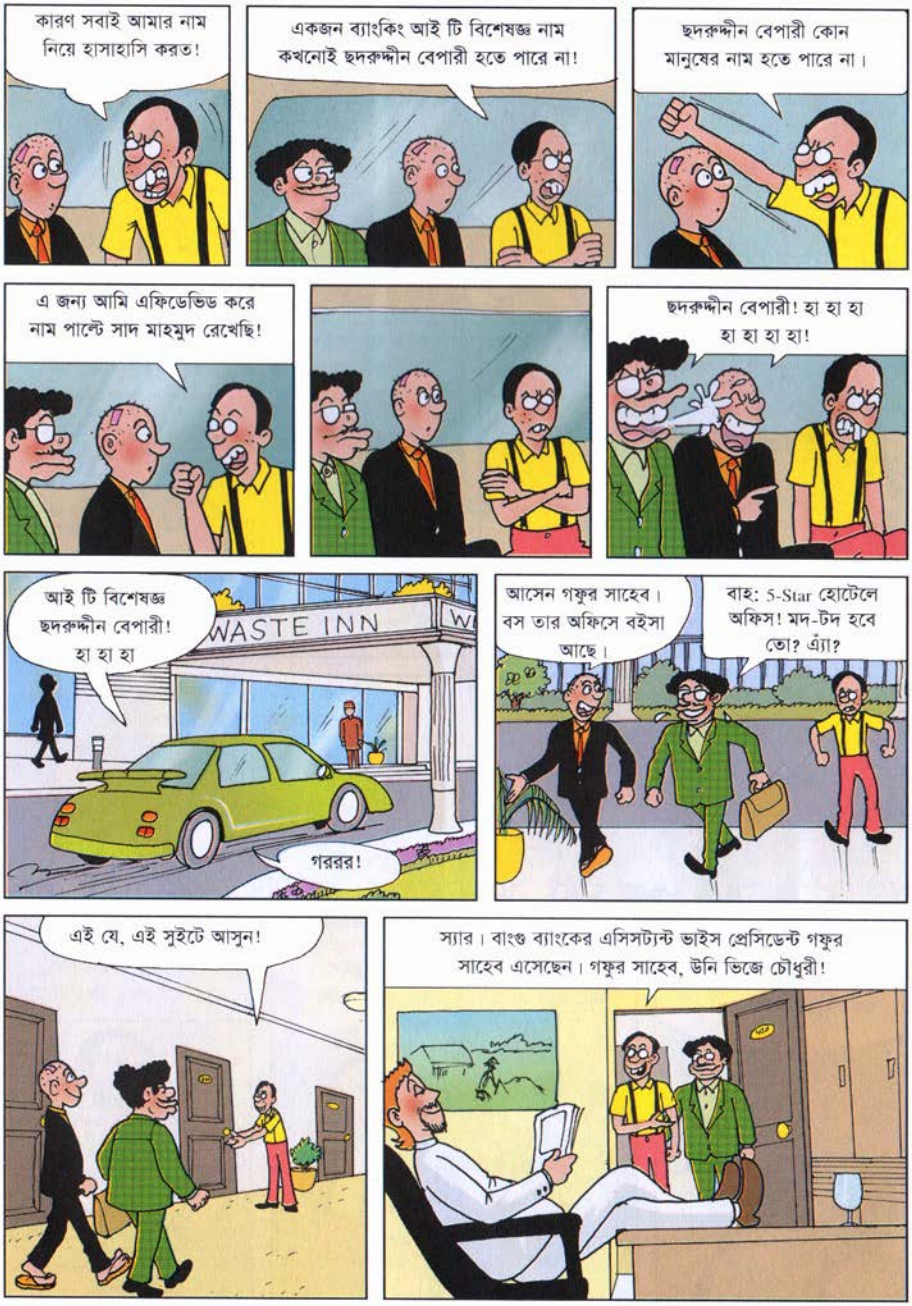
কারণ সবাই আমার নাম নিয়ে হাসাহাসি করত!
একজন ব্যাংকিং আই টি বিশেষজ্ঞ নাম কখনোই ছদরুদ্দীন বেপারী হতে পারে না!
ছদরুদ্দীন বেপারী কোন মানুষের নাম হতে পারে না।
এ জন্য আমি এফিডেভিড করে নাম পাল্টে সাদ মাহমুদ রেখেছি!
ছদরুদ্দীন বেপারী! হা হা হা হা হা হা হা!
আই টি বিশেষজ্ঞ ছদরুদ্দীন বেপারী! হা হা হা
WASTE INN
গররর!
আসেন গফুর সাহেব। বস তার অফিসে বইসা আছে।
বাহ: 5-Star হোটেলে অফিস! মদ-টদ হবে তো? এ্যাঁ?
এই যে, এই সুইটে আসুন!
স্যার। বাংগু ব্যাংকের এসিসটান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট গফুর সাহেব এসেছেন। গফুর সাহেব, উনি ভিজে চৌধুরী!

5 Star হোটেলে আপনার অফিস। এখানে মদ-টদ নেই? খাবো?
ছপাৎ!
বস থামেন! থামেন!
আরে এই তো ফ্রী বিদেশি মদ!
ভিজে সাহেব! যান আপনেরে ৫০০ কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ দিমু। ৫০ কোটি আমার!
একটা ফ্যাক্টরী আছে তো? একটা ফ্যাক্টরী কিন্তু দেখাইতে হইব। ব্যাংকের কিছু লোক দেখতে চাইব। তাদের কিন্তু ঘুষও দিতে হইব!
লোন পাইবার জন্য কিছু কাগজপত্র দিতে হইব। তার লিস্ট দিলাম। বাদবাকী কাজ আমার। এক মাস সময় লাগব কিন্তু।
জানেন কেন আমি এই দুই নাম্বারী কাজ করতাছি? টাকার লোভে? হ্যাঁ। তবে শুধু টাকার লোভে না!
আমার গাদ্দার ব্যাংক প্রশাসন ২৫ বৎসর চাকরীর পর আমারে বানাইছে ASSISTANT VICE PRESIDENT অথচ ঐখানে দুইদিনের পুঁচকি এ ছেঁড়িরে বানাইছে VICE PRESIDENT ক্যান? কারণ সে সুন্দরী একটা ছেঁড়ি!

থামেন! থামেন!
ব্যা এ এ এ!
এই 5-Star হোটেলে ছাগল ব্যা ব্যা কইরা ডাকে কেন?
হু? হু? আইচ্ছা ঠিক আছে!
এবে ব্যা ব্যা লাই-লাই... লাইলী ব্যা!
বস জানতে চায় ঐ সুন্দরীর ভাইস প্রেসিডেন্ট কি লাইলী চৌধুরী?
হ্যাঁ! হ্যাঁ লাইলী!
ঐ ছেঁড়ি যদি আমারে বিয়া করতো তাইলেও হইত। কিন্তু বিয়া করছে এক চেংগু ছোড়া আরিফ নামের গাধারে!
বস জানতে চায় লাইলীরে কি ব্যাংক ঋণ জালিয়াতির জন্য ফাঁসায়া দেওয়া যায় কী না!
এ্যাঁ?
অবশ্যই যায়? আপনেগো সব ঋণ তার স্বাক্ষরের বিপরীতে বসায়া... আইচ্ছা আপনের বস আমার সাথে সরাসরি কথা বলতেছে না কেন?
কি বলবেন বলেন!
এ্যাঁ? আজ তাইলে যাই? এই বোতলটা নিয়া গেলাম!
এ্যা এ্যা আ-আরিফ! ব্যা ব্যা ব্যা ব্যবসা!
বস কইছে আরিফ আর লাইলীর সব খবর জোগাড় করতে। আরিফ কী ব্যবসা করে- কী তার ব্যবসার ঠিকানা সব বাইর করতে হইবে।

ঐ তাহলে সেই মেয়ে প্রিয়াংকা? ঠিক আছে এবার তোর অভিনয় শুরু কর!
AKAURA MEDICAL
পারব তো আমি?
যাতে পারিস সে ব্যবস্থা করে দিয়েছি।
?
কী হয়েছে আপনার ড. মন্টু?
আ-আমার ছোট্ট কুকুর টমি... বেচারা আজ সকালে গাড়ির তলায়... ভ্যা এ এ এ...
ভ্যা এ এ... ছোট্ট নিষ্পাপ কুকুরটা আমি বাসায় ফিরলে কীভাবে লাফাত... ভ্যা এ এ
এখন আমার কী হবে? ভ্যা এ এ! আমি কত একা নি:সঙ্গ হয়ে গেলাম! ভ্যা এ এ!
ভ্যা এ এ এ! আপনি নিঃসঙ্গ নন!
প্লিজ ড. মন্টু... আপনি কান্না থামান! (ফুঁফিয়ে)... আমি থামতে পারছি না!
আ-আ-আচ্ছা!
?
জুতো খুললেন আর কান্না থেমে গেল?
জুতো গুলো এত টাইট যে তাতে আমার কান্না পাচ্ছিল।

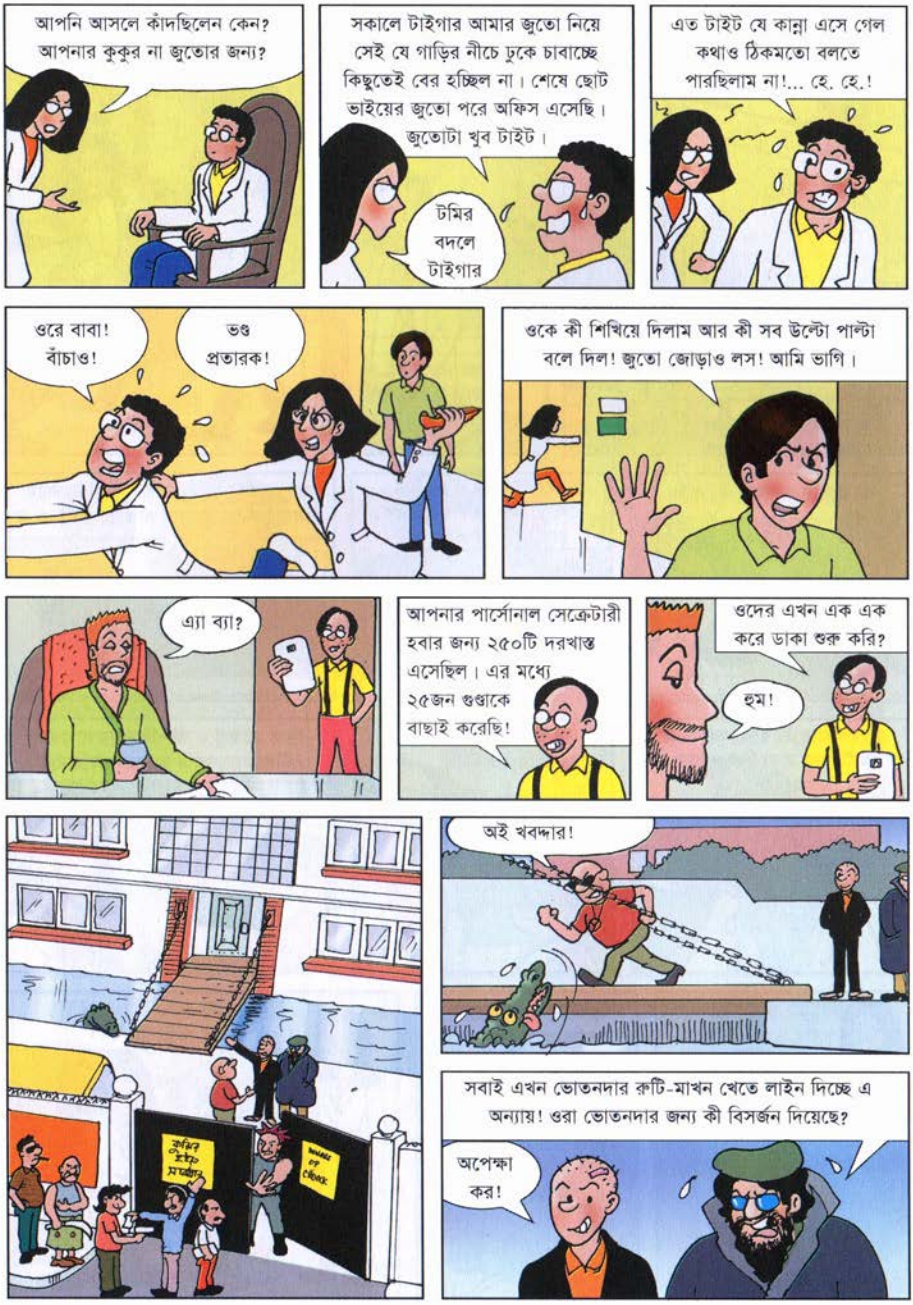
আপনি আসলে কাঁদছিলেন কেন? আপনার কুকুর না জুতোর জন্য?
সকালে টাইগার আমার জুতো নিয়ে সেই যে গাড়ির নীচে ঢুকে চাবাচ্ছে কিছুতেই বের হচ্ছিল না। শেষে ছোট ভাইয়ের জুতো পরে অফিস এসেছি। জুতোটা খুব টাইট।
টমির বদলে টাইগার
এত টাইট যে কান্না এসে গেল কথাও ঠিকমতো বলতে পারছিলাম না!... হে. হে.!
ওরে বাবা! বাঁচাও!
ভণ্ড প্রতারক!
ওকে কী শিখিয়ে দিলাম আর কী সব উল্টো পাল্টা বলে দিল! জুতো জোড়াও লস! আমি ভাগি।
এ্যা ব্যা?
আপনার পার্সোনাল সেক্রেটারী হবার জন্য ২৫০টি দরখাস্ত এসেছিল। এর মধ্যে ২৫জন গুণ্ডাকে বাছাই করেছি!
ওদের এখন এক এক করে ডাকা শুরু করি?
হুম!
অই খবদ্দার!
সবাই এখন ভোতনদার রুটি-মাখন খেতে লাইন দিচ্ছে এ অন্যায়! ওরা ভোতনদার জন্য কী বিসর্জন দিয়েছে?
অপেক্ষা কর!

আমি মোখলেস। ম্যারাদিয়ায় আমারে টাউকা মখলেস হিসেবে চিনে। ৫ খুনের মামলার আসামী। আমার বিশেষ গুণ- আমি খুব ভাল নকল করতে পারি।
ন-ন-ন-ন-ন-ন নকল?
ন-ন-ন-ন-ন- নকল!
আরে আমি খারাপ কি করলাম? আরেকটা চান্স দেন। ভাল কইরা দেখাই!
তখন ৮টা "ন" এর জায়গায় ৬টা ন কইছি এইবার ঠিক কইরা কই: ন ন ন ন ন ন ন নকল!
ইরি বাবারে!
বাঁচাও! বাঁচাও! খায়ালাইলো!
পুডুম!

আই ইয়ান তুন পলাই!
NEXT!
জী, আমি মাহমুদ রহমান ওরফে ইন্দুর মাহমুদ।
এইগুলা আমার গুণ্ডামির অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট!
আমার বিশেষ গুণ: আমি খুব সহজেই অন্যের মনের কথা বুঝি যেমন আপনি এখন টাকা, মদ আর লাস্যময়ী সোনাক্ষী সিনহার কথা ভাবছেন।
Sonakshi Sinha
হেহে হেহেহে... এব্যা ব্যা ব্যা-এ!
একদম ঠিক কথা। সোনাক্ষী বেশ খাসা!
ব্যা ব্যা ব্যা বাংগু ব্যা ব্যা ব্যাংক!
হা হা! তা ঠিক বলিউডে অনেক খাসা নায়িকা!
এ্যা ব্যা?
হ্যাঁ হ্যাঁ কারিনাও...!
ফা-ফা-ফা-ফা ফাইজলামী?
?
বস্ স্যার! থামেন! আগে দেখুন ধড়িবাজ লোকটা ঠিকমত ফিনিসিং হাসি দিতে পারে কী না!
?
এ হ্যা... এ-হ্যা, এহ্যা হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা

হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা...
NEX... উঃ!
এই ব্যাটা মিল্টন। আমায় চিমটি দিচ্ছিস কেন?
শশশ!
টাকা? তুই টাকা দিচ্ছিস কেন? নিয়োগ বানিজ্য হচ্ছে না কী?
কানে না শুনলেও কালা জাহাঙ্গীর বোঝে তাড়াতাড়ি!
বাঃ ফাও টাকা পেলাম। আসেন ভাই, ইন্টারভিউতে নিয়ে যাই।
(ভারী গলায়) সালাম। আমি এক পুরনো পাপী আমাকে পরীক্ষা করে দেখুন।
স্যার এ হচ্ছে মো: আবুল
আ ব্যা ব্যা ব্যা!
গুণ্ডা জগতে ইদানিং কোয়ালিটি নেই। সব নিম্ন মানের বাটপাররা এসে আপনাকে বিরক্ত করছে।
এ ব্যা ব্যা?
জী না স্যার। আপনার কথা বুঝতে আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না!

পট!
ওঃ
খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা
র র র র র
জ্বী ভোতন দা
আমাকে মাফ করে দিন ভোতন দা!
আমাকে মাফ করে দিন ভোতন দা!
আপনার সাথে গাদ্দারী করার জন্য আমি অনুতপ্ত!
সেই ছোট বেলা থেকে আপনাকে গুরু মেনে একসাথে চুরি-বাটপারী করেছি। ঐ শয়তান আরিফ এসে আপনার কান ভারী না করলে আজও আমি আপনার সেবা করে যেতাম!

আমরা একসাথে আপনার বাবার টাকা মেরে কিভাবে ব্যাংকক গিয়েছিলাম, মনে আছে?
আমাকে মাফ করে দেয়ার জন্য আমি আপনাকে ফি দিচ্ছি!
ঘু-ঘু-ঘু-ঘুষ?
র র র র র র র ফি ক কা! ভোতন দা!
দুঃসংবাদ! দুঃসংবাদ!
আপনার কুমির কুদ্দুসরে ঐ ম্যারাদিয়ার মোখলেস কিছু একটা করছে। কুদ্দুসে মইরা যাইতাছে!
কু কু কু কু
কুদ্দুচ! ওরে কুদ্দুইচ্চা!
নিজে দেখছি ঐ ম্যারাদিয়ার মোখলেস কুদ্দুসের মুখে গ্যাস সংযোগ কইরা পলাইসে। দ্যাহেন কুদ্দুচ প্যাট ফুইলা পটল তুলছে!
ব্যা?
বস বলেছে কাল তোরা চিড়িয়াখানা থেকে একটা কুমির হাইজাক করে আনবি, তারপর মোখলেসকে ধরে এনে ঐ কুমিরকে খাওয়ানো হবে!
আরে খ্যা খ্যা রফিক?

এটা হচ্ছে পুরানো এনফিল্ড মোটর সাইকেলের কার্বুরেটর
ইতা দি কী হবে বাপু?
ইতা ৫০ বছর পুরানা দুস্প্রাপ্য যন্ত্র। ইতা দি ড্রইংরুম সাজাতে চাই।
দুস পাপপো?
এই ফুল-টুল ড্রইংরুমে বেমানান! শানা এটা ঐ চিপায় রেখে এসো!
ঠাস!
এসব কী হচ্ছে আরিফ?
কিছু হচ্ছে না ললিপপ!
আমার ফুল ফেলে ঐ জঞ্জাল দিয়ে ড্রইংরুম সাজাচ্ছ– তুমি কী পাগল?
ঐ ফুলের দাম কত টাকা? এই যন্ত্রটা দুস্প্রাপ্য এবং মহামূল্যবান...
আর কত UNROMANTIC হবে তুমি? ফুলের দাম টাকায় নয়- এর সৌন্দর্যে মাপতে হয়। যাও UNROMANTIC লোক, তোমার ঐ কুৎসিত মূল্যবান জিনিস এখান থেকে ভাগাও!
আমি মোটেও UNROMANTIC নই!

ও তাই? বলো দেখি গত বিয়ে বার্ষিকীতে আমাকে কি দিয়েছিলে?
একটা স্মার্ট ফোন!
গয়না নয়, শাড়ি নয়, স্মার্ট ফোন, ঠিক আছে। তো কিভাবে উপহারটা দিয়েছিলে?
সুন্দরভাবে!
সুন্দরভাবে? উপহারটা একটা পত্রিকা দিয়ে মোড়ানো ছিল। পত্রিকা গিফট পেপার না!
এতে প্রমান হয় আমি কত মৌলিক অন্যদের মত গিফট পেপরে দেই নি!
এতে প্রমান হয় তুমি কত UNROMINTIC
UNROMANTIC বেশ আজ ওকে দূর্দান্ত এক ডিনারে নিয়ে যাব।
দাওয়াতে আসার কথা বলে এটা কোথায় নিয়ে এলে? এত দামি রেস্টুরেন্টে দাওয়াত?
ASTRA
হ্যাঁ। তোমাকে আমার বিশেষ ডিনারে দাওয়াত!
বাঃ বেশ রোমান্টিক হতে চেষ্টা করছ দেখি!
আজ আমরা মোমের আলোয় ডিনার করব!
সত্যি? আমার বিশ্বাস হচ্ছে না যে তুমি এত রোমান্টিক একটা আয়োজন করতে পারো!
তোমার জন্য সব পারি ললিপপ!

যদিও তোমাকে ছোটবেলা থেকে চিনি; তাও মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি যদি হিন্দি সিনেমার নায়কদের মত রোমান্টিক হতে...
হ্যাঁ! বৃষ্টির মধ্যে আমরা 'হাঁমকো তোমকো ধোর পায়া' বলে নেচে বেড়াতাম!
এখানকার নায়করা বৃষ্টিতে নাচে না। ওরা হয় ডিসকোটেক না হয়ে সুইস পাহাড়ে গিয়ে নাচে!
হা হা!
আমরা একটা কোথাও বেড়াতে যাই!
আগে এই টেম্পুরাটা খেয়ে দেখ!
পানি মার! পানি!
ওয়েটার!
টেবিলটা সাফ করুন!
প্রমিজ করলামঃ তোমাকে কখনো UNROMANTIC বলবে না। তুমিও প্রমিজ করো যে তুমি কখনো রোমান্টিক হতে চেষ্টা করবে না!

হ্যারে ভৌত্তার বাচ্চা শাহরুখ আইজ তোর বাপের দেখা পাইবি! এই যে তার ঠিকানা!
কিন্তু বারিধারায় তো কোন ৪২০ নম্বর বাসা দেখি না!
DR VJ CHOWDHURY
এই যে ভাই এটু খাড়ান এই ঠিকানাডা কই?
এই ঠিকানাডা কই কইতে পারেন?
এই ব্যাডা যে কে আমারে ১০০০ ট্যাকা ভিক্ষা দিল! আশ্চাইজ্জ!
জেতনা!
এই গাড়ি! খাড়া! খাড়া! খাড়া! যাইস না!
বাটপার ইবলিস নমরুদ! আমারে ইস্তিরির মর্যাদা না দিয়া ভিক্ষুকের মর্যাদা দিছে! অরে আমি শেষ কইরা দিমু!
V.J CHOWDHURY
নিশ্চয় সে এই এলাকায়ই থাকে। চলরে শাহরুখ।
Dr VJ CHOWDHURY
এইখানে আবার আসুম। চল এহন।

বসের বুঝি এই কুমিরটা পছন্দ? কিন্তু এইখান থেকে কুমির ধরবেন কি করে? তারপর পাচার করবেন কি করে?
শুনেছি চিড়িয়াখানার কর্মচারীদের টাকা দিলে বাঘও পাওয়া যায়।
খুব ভালো বুদ্ধি! বসকে বলি!
না! না! নেইইই!
আই মইচ্চি!
ইরি আল্লারে!

এই! এই! এখানে কি হচ্ছে?
আমার বন্ধু নিজেকে কুমির মনে করে। ও বিপদজ্জনক বলে ওকে আটকিয়েছি। যাই, ওকে পাগলা গারদে দিয়ে আসি!
আরে!
চুর! চুর! কুমির চুর!
আরে কুনু ব্যাপার না। নেন। নেন! কুমির লইয়া যান... হে হে!
হে:হে: আবার আসিবেন! বাঘ-ভল্লুক নিয়েন!
বাহির
প্রস্থান
ডাকাইত! ডাকাইত! কুমির ডাকাইত!

শান্ত হ মন্টু। এত ভেঙে পড়ার কী আছে?
আমি বাঁচতে চাই না। বেঁচে থেকে কী হবে?
আমাকে দেখলেই প্রিয়াংকা ভণ্ড হাঁদারাম বলে গালি দেয়। সে আমাকে বিশ্বাস করে না। আমাকে বিষ দে!
বিষ! এক মিনিট!
এ কেমন বন্ধু! আমি বিষ খেতে চাইলাম আর অমনি সে বিষ আনতে চলে গেল?
বিষ নেই বন্ধু! তবে এক বোতল মদ আছে খাবি?
আরে এই বিষই তো খুঁজছিলাম!
ঢক! ঢক!
এ্যা! এত বেশি তিতা কেন? হোমিওপ্যাথির গন্ধ কেন?
এটা আমার এক রোমানিয়ান বন্ধু দিয়েছিলেন। সেখানকার হুইস্কী!
রোমানিয়ান...তাহলে দাঁড়া!
এই নে তোর বোতল!
কই যাচ্ছিস?
প্রিয়াংকার বাসায় যাচ্ছি। আমি ওকে আজ বলব যে ওকে ভালবাসি! আমি কাউকে ভয় করি না!

একি আরিফ? মদ? তুমি মন্টুকে মদ খাইয়ে ঐ মেয়ের বাড়ি পাঠালে?
তুমি খামোখা দুশ্চিন্তা করছ!
তুমি ওকে ফোন করে থামাও। কোন মেয়ে মাতাল লোক পছন্দ করে না!
আরে...
টুং টাং
আ... আপনি?
আসতে পারি?
অবশ্যই! কিন্তু কি ব্যাপার? আর আমার বাড়ি চিনলেন কী করে?
একজন সুন্দরী মেয়ের বাড়ি না চেনাটা সেই মেয়েকে অসম্মান করার সামিল!
ড. তৌসিফ হচ্ছে রাবিশ! বোগাস!
আমি তোমাকে বলতে এসেছি যে, আমি...
আরে? এ কী হচ্ছে?
রিং! রিং!
হ্যালো?
দোস্ত, ওটা হুইস্কী ছিল না। আমি চিরতার রসের সাথে হোমিওপ্যাথি দিয়ে তোকে বোতলটা দিয়েছিলাম।
?

আপনার গায়ে ইলেকট্রিক শক!
?
আমি যাইগা! খোদা হাফেজ!
হাই হ্যান্ডসাম!
এ্যা ব্যা ব্যা ব্যা!
দেনা তেরা হাত!
মুন্নিকা বদনাম হয়! ইয়াহু!
মাই নেম ইজ শীলা
হামকো তোমকো ধোর পায়া!
?

বাল্লে বাল্লে!
এই যে খোকা বাবু ললিপপ খাবে?
নেহি ই ই ই ই ই ই!
লাই-লাই লাই-লাইলী! এ্যা ব্যা!
বস বলেছে সে আরিফের ক্ষতি দেখতে চায় আর লাইলীকে নিয়ে সে একটা হিন্দী সিনেমা বানাতে চায় এবং তাকে দরকার হলে শিকল দিয়ে বেঁধে বিয়ে করতে চায়। না হয় এত টাকার মালিক হয়ে লাভ কী?
কিন্তু লাইলী তো বিবাহিতা! তারে বিয়া করাডা অবৈধ হয়া যায় না?
অবৈধ? খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা!
আমাদের কোন কাজটা বৈধ?
বস জানতে পেরেছি লাইলীর একটা বাচ্চা আছে, আর আরিফ গাজীপুরে একটা ফ্যাক্টরী খুলেছে!
হু হু হু হু .... প্ল্যা-প্ল্যা-প্ল্যা প্ল্যান! গুগুগুগুগুড
হা হা হা হা হা!
খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা।
লাইলী YOU IS FINISHED

BANGU
আবার এসেছেন গফুর সাহেব?
ব্যাস। ওখানে দাঁড়ান। আচ্ছা এই লোনটা আমাকে দিয়ে অনুমোদন করাতে এত তাড়াহুড়ো করছেন কেন? দু' দিনে চার চারবার খোঁজ করেছেন?
ছুট্ট একটা লোন। ক্ষুদ্র এক ব্যবসায়ীর। এই সব লোন দিতে দেরি হইলে ব্যাংকের বদনাম হয়।
২৫ বছরের ব্যাংকিং অভিজ্ঞতা নিয়ে আপনি এই ধরণের ঝুঁকি হিসাব করেন নি। কিস্তির হিসাবও অসম্পূর্ণ। তাও আপনাকে বিশ্বাস করে এটা স্বাক্ষর করে রেখেছি!
এই নিন। অসম্পূর্ণ কাগজপত্রগুলো অবশ্যই কাল আমাকে দেখাবেন।
ইয়েসস!
বদমাশটা নিশ্চয় একটা ফন্দি এঁটেছে যেটা ঠিক ধরতে পারছি না। তবে আমি অত বোকা নই। বুঝবে ব্যাটা এক সময়!
হাহাহা... আমারে যদি বিয়া করতা তাইলে বাইচ্চা যাইতা! অহংকারী লাইলী সুন্দরী এইবার তোরে ফাঁসায়া দিমু!

স্যর গফুর সাহেব এসেছেন!
মুন্নিকা বদনাম হয়!
এই যে লাইলী চৌধুরীর স্বাক্ষর সহ ঋণের অনুমোধন!
420
আগে একটু মদ্য খাওয়ান।
এটা কী ঋণ? মাত্র ৫ লাখ টাকার ঋণ অনুমোদন। তাও আবার ভাইয়া টেইলরিং শপের নামে?
হেঃ হেঃ ঐ ৫ লাখ ট্যাকার ঋণ এখন আমার যাদুর স্পর্শ পাইবে।
ঐটাই ৫০০ কুটি হয়ে যাবে। আর তাতে লাইলীর স্বাক্ষর তো থাকবই!
কাল ৪ জন কর্মকর্তা আইবো। তারা আপনের ফ্যাক্টরী পরিদর্শনের তারিখ নিব।
প্রতিজন ১ কুটি ট্যাকা ঘুষ নিব।
কিন্তু যতই ঘুষ নিক ওরা ফ্যাক্টরী পরিদর্শন করবই। আপনেগ ফ্যাক্টরী আছে তো?
অবশ্যই! গাজীপুরে শানা টেকস্টাইল। ওটার পিওনের নাম আরিফ!
ও!

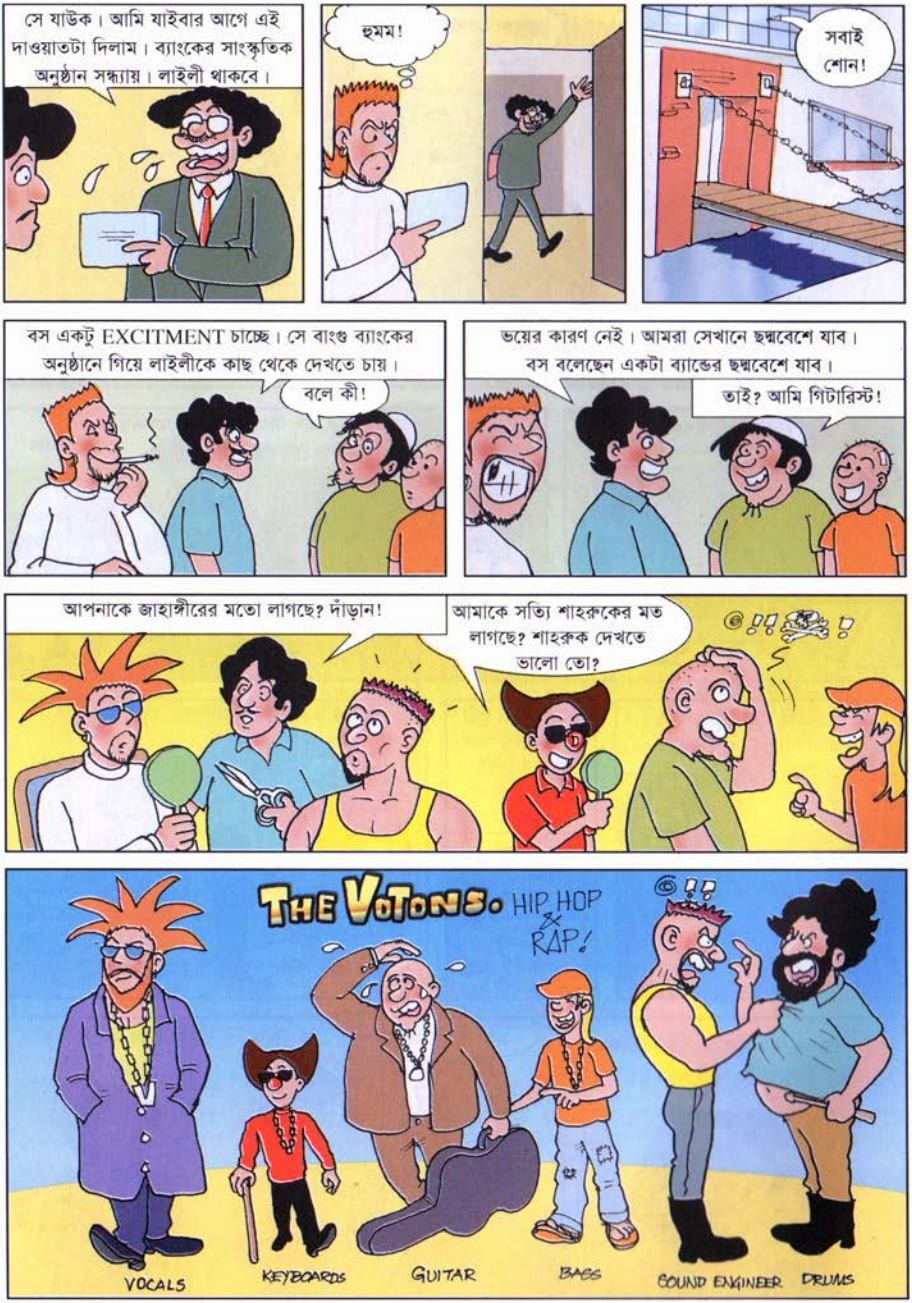
সে যাউক। আমি যাইবার আগে এই দাওয়াতটা দিলাম। ব্যাংকের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সন্ধ্যায়। লাইলী থাকবে।
হুমম!
সবাই শোন!
বস একটু EXCITMENT চাচ্ছে। সে বাংগু ব্যাংকের অনুষ্ঠানে গিয়ে লাইলীকে কাছ থেকে দেখতে চায়।
বলে কী!
ভয়ের কারণ নেই। আমরা সেখানে ছদ্মবেশে যাব। বস বলেছেন একটা ব্যান্ডের ছদ্মবেশে যাব।
তাই? আমি গিটারিস্ট!
আপনাকে জাহাঙ্গীরের মতো লাগছে? দাঁড়ান!
আমাকে সত্যি শাহরুকের মত লাগছে? শাহরুক দেখতে ভালো তো?
THE VOTONS.
HIP HOP & RAP!
VOCALS
KEYBOARDS
GUITAR
BASS
SOUND ENGINEER
DRUMS

আইজ ভোতনের বাড়ি খুইজা বাইর করমই করম!
আরে ঐত্তো ভোতনের গাড়ি। এই ভত্তু! থাম থাম! ও আমার...
ভো...??
??
এইডা তো ভোতন ছিল না। আশ্চাইজ্জ! আইজও ১০০০ ট্যাকা ভিক্কা দিল?
বস আপনে খুবই দয়ালু। দুই দুই দিন ফকিন্নীডারে ১০০০ ট্যাকা ভিক্কা পৃথিবীতে কে দেয়?
এই জইন্য ইউনুসের বদলে আপনেরে নভেল প্রাইজ দেয়া উচিত ছিল।
BANGU BANK HEAD OF
ব্যাণ্ডের লোকেরা এই গেট দিয়ে ঢুকে স্টেজের পেছনে চলে যান!
ব্যান্ড হবার কারণে আমরা অনেক সুযোগ পাচ্ছি না?

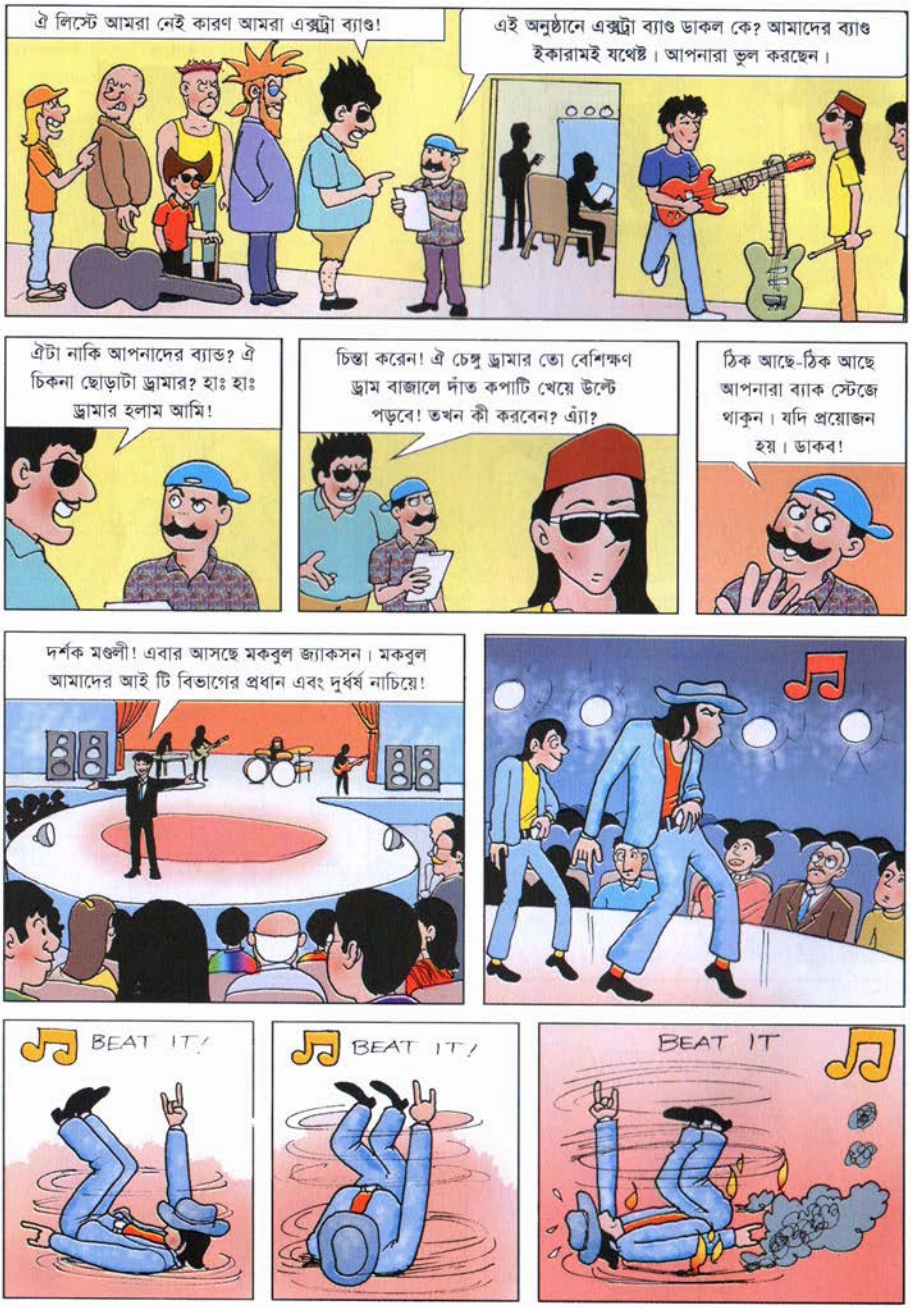
ঐ লিস্টে আমরা নেই কারণ আমরা এক্সট্রা ব্যাণ্ড!
এই অনুষ্ঠানে এক্সট্রা ব্যাণ্ড ডাকল কে? আমাদের ব্যাণ্ড ইকারামই যথেষ্ট। আপনারা ভুল করছেন।
ঐটা নাকি আপনাদের ব্যান্ড? ঐ চিকনা ছোড়াটা ড্রামার? হাঃ হাঃ ড্রামার হলাম আমি!
চিন্তা করেন! ঐ চেঙ্গু ড্রামার তো বেশিক্ষণ ড্রাম বাজালে দাঁত কপাটি খেয়ে উল্টে পড়বে! তখন কী করবেন? এ্যাঁ?
ঠিক আছে-ঠিক আছে আপনারা ব্যাক স্টেজে থাকুন। যদি প্রয়োজন হয়। ডাকব!
দর্শক মণ্ডলী! এবার আসছে মকবুল জ্যাকসন। মকবুল আমাদের আই টি বিভাগের প্রধান এবং দুর্ধর্ষ নাচিয়ে!
BEAT IT!
BEAT IT!
BEAT IT

তানি! তানি!
আগুন! আগুন!
ওয়ান মোর!
ওয়ান মোর!
মকবুলের দুর্ধষ নাচের পর এবার দেলোয়ার হোসেন তার স্বরচিত রবীন্দ্র সংগীত গাইবেন: সামষ্টিক অর্থনীতি!
দূয়ো!
দূয়ো!
বস আপনার লাইলীকে তো কোথাও দেখছি না! ব্যাপারটা তো জমছে না!
অর্থনীতি তুমি মোরে করেছ মহান
এবার আসছে সর্বজনপ্রীয় লাইলী চৌধুরী!
Hi HANDSOME!
গতবছর লাইলী এমন ১৫টা তক্তা এক ক্যারাটে কোপে ভেঙ্গেছিল। এবার কি উনি ২০টা তক্তা এক কোপে ভাংতে পারবেন?
চেষ্টা করে দেখি।
(তানি!)
(তানি!)
হুম! খুব বেশি পুরু লাগছে!
হাইয়া!

ব্যাহ!
কী হলো বস? লাইলীকে দেখার শখ মিটে গেল?
এ্যা ব্যা ব্যা!
এই লাইলীকে আপনার স্বপ্নের লাইলীর মত লাগছে না? ওকে দেখে বরং পুরানা রাগটা চাড়া দিয়ে উঠেছে?
আপনারা যাচ্ছেন কই? এক্ষুণি স্টেজে উঠুন। ইকরাসের সদস্যরা উড়ন্ত কাঠের টুকরার আঘাতে আহত।
দাঁড়ান বস। এখানে পিস্তল বের করলে চারদিকে হৈচৈ লেগে যাবে। আমাদের পরিচয় বের হয়ে যাবে। এর চেয়ে চলুন স্টেজে উঠে যাই। যা থাকে কপালে।
হি: হি: আমার বহু দিনের শখ ড্রাম বাজাব!
এবার স্টেজে আসছে পপ শিল্প ফেরদৌস তৌহিদ। এর সাথে ভিজে ব্যাণ্ড বাজাবে নেপথ্য যন্ত্র সংগীত!
ব্যা এ এ ... হাম তুমকো পেয়ার করতা হ্যায়!

ক্রেজী কিয়া রে! এ্যা ব্যা এ্যা ব্যা!
আপনি না আমাকে গান গাইতে আমন্ত্রন করলেন?
মুন্নী কা....
দুয়ো! গেলি!
বস চলেন কাট মারি!
আমাদের কি সবাই ফুল দিচ্ছে?
বেরিয়ে যান! বেরিয়ে যান ভুয়া ব্যাণ্ড আপনারা!
এ্যাঁ এ্যাহ!
ওরে বাবা!!

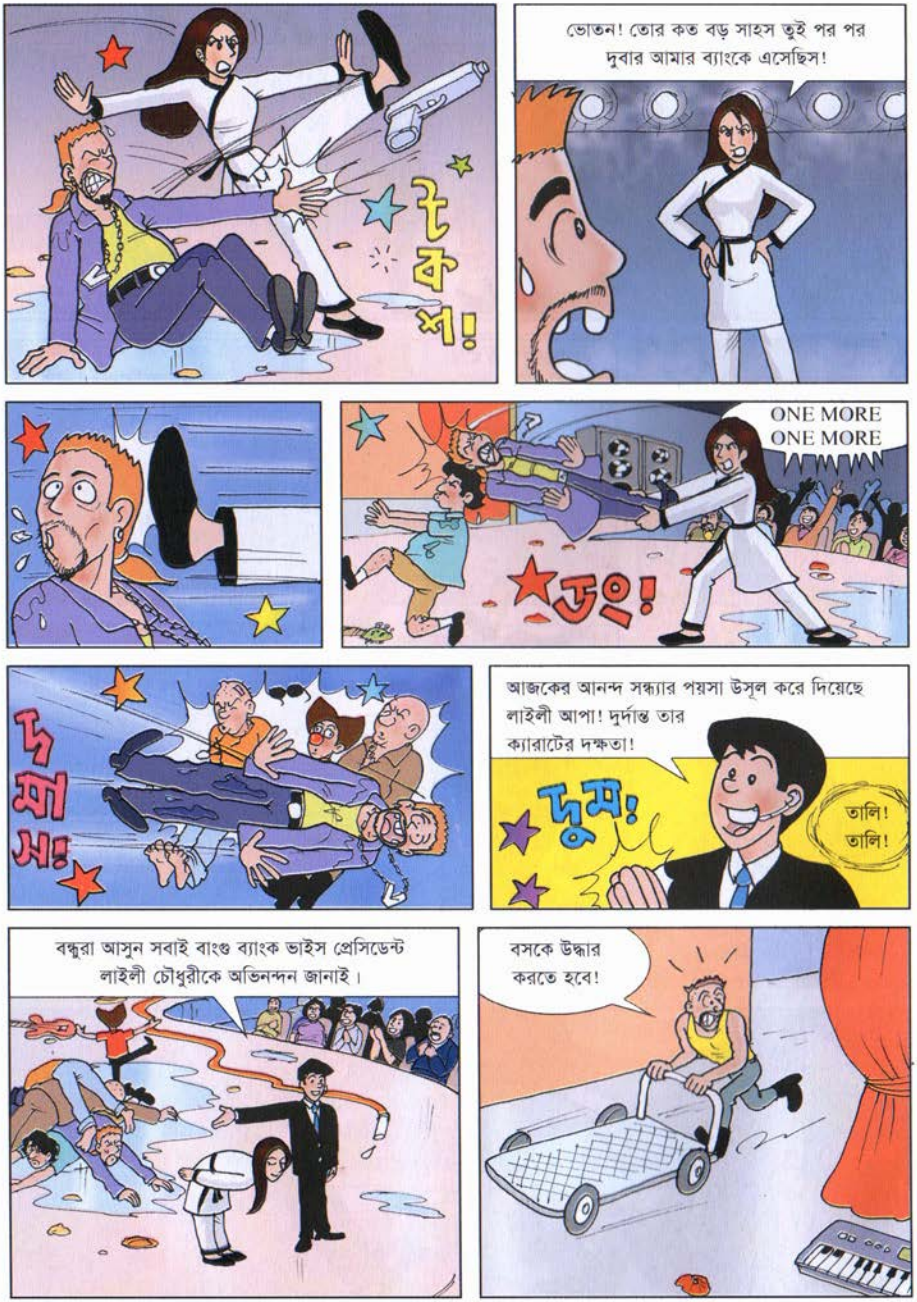
ভোতন! তোর কত বড় সাহস তুই পর পর দুবার আমার ব্যাংকে এসেছিস!
ঠুক্কা!
ONE MORE
ONE MORE
ডং!
দমাস!
আজকের আনন্দ সন্ধ্যার পয়সা উসূল করে দিয়েছে লাইলী আপা! দুর্দান্ত তার ক্যারাটের দক্ষতা!
দুম!
তালি! তালি!
বন্ধুরা আসুন সবাই বাংগু ব্যাংক ভাইস প্রেসিডেন্ট লাইলী চৌধুরীকে অভিনন্দন জানাই।
বসকে উদ্ধার করতে হবে!

আমি এই জঙ্গলগুলোকে চিনি। এরা এখানে কেন এসেছে সেটা জানা প্রয়োজন। আগে ওদের বাঁধার ব্যবস্থা করো।
আমাদের লোক সে কাজই করছে!
এই উটকো লোকগুলোকে পুলিশে হস্তান্তর করার আগে আসুন আমরা আরেকবার হাত তালি দিয়ে লাইলী চৌধুরীকে স্বাগত জানাই!
?
বাই বাই লাইলী!
I'M THE KING OF THE WORLD
ব্যা এএহ!!
উরি মা!
NO FEAR
বস! বস! সব দোষ আমার! স্টেজে মজা করার জন্য না উঠলে মার খেতাম না!
কেন? মজা তো হলোই কতদিন পর মার খেলাম ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমরা গুণ্ডা!
আমরা বড়লোক হবার পর কেউ আমাদের মারে না। তাই আজ খুব ENJOY করলাম!
ঠি ঠি ঠি ঠি ঠি ঠি ঠিক!
খ্যা খ্যা খ্যা
VOTON GANG! YOU IS FINISHED!
খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা

আজকের অনুষ্ঠানে সবাই দেখেছে তোমার শক্তি আর আমি দেখেছি রূপ। ঐ পোশাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছিল...
আর আমাকে কেমন দেকাচ্ছিল?
একদম মুগ্‌গীর বাচ্চার মতন!
কিন্তু আমার অসাবধানতার জন্য ভোতনরা পালিয়ে গেল। জানতেও...
ঐ যে শীবা-মন্টু এসে গেছে। দেখ মন্টু যেন আছাড় না খায়!
টুং টাং!
মঞ্জু দাঁড়া। শীবা শীহান আগে এসো।
এবার তুই এক লাফে এই কুফা জায়গা পেরিয়ে আয়।
এতদিন এ বুদ্ধিটা আসে নি কেন?
?!!
হুম! প্রথমবারের মত চিৎ হয়ে পরল মন্টু!
তোরা এই ভুতুড়ে নীচ তলা থেকে যাবি কবে?
বাঃ এই তলায় তো তুই ই থাকতি। এখন তুই তিন তলায় আমি নীচতলায়। আয়, খেয়ে নেই!

বাংলাদেশ ব্যাংক ভোতনকে নিয়ে অনুসন্ধান করে খাবি খাচ্ছে। সে তো একটা নয় কমপক্ষে তিনটা ব্যাংক থেকে প্রায় ১০০০ কোটি টাকা জালিয়াতি করে নিয়ে গেছে। তবে এর ভেতর বাংগু ব্যাংক নেই!
ভোতন নিশ্চয় এবার বাংগু ব্যাংককে টার্গেট করেছে এবং ব্যাংকের কেউ তাকে সাহায্য করছে।
বাদ দাও তো ভোতন! এখন মন্টুকে সামলাও। সে আমার সাথে কথা বন্ধ করে দিয়েছে ভূয়া মদ খাইয়েছি বলে।
রাগবেই তো। তোমরা কোন কাজের না। কাল আমি নিজেই প্রিয়াংকাকে বাগানোর কাজে নেমে পড়ব!
আরে লাইলী নাকি! কী ব্যাপার?
AKHAURA MEDICA
তোমার না কি আরিফের ওপর রাগ?
ও আমাকে পুরো ডুবিয়েছে। প্রিয়াংকা এখন আমাকে দেখলে পালায়!
প্রিয়াংকা যদি ইতিমধ্যেই ড. তৌসিফের প্রেমে পড়ে থাকে তাহলে তো এমনিতেও তোমার ভবিষ্যত অসুবিধাজনক।
ঐ ষাঁড় ড. তৌসিফ এখনো প্রিয়াংকাকে পটাচ্ছে। বাগে আনতে একটু বাকি আছে। তবে মেয়েরা ওর জন্য পাগল।
ড. তৌসিফটা কেমন একটু দেখাবে?
ঐ যে, ঐ সেই ষাঁড়টা!

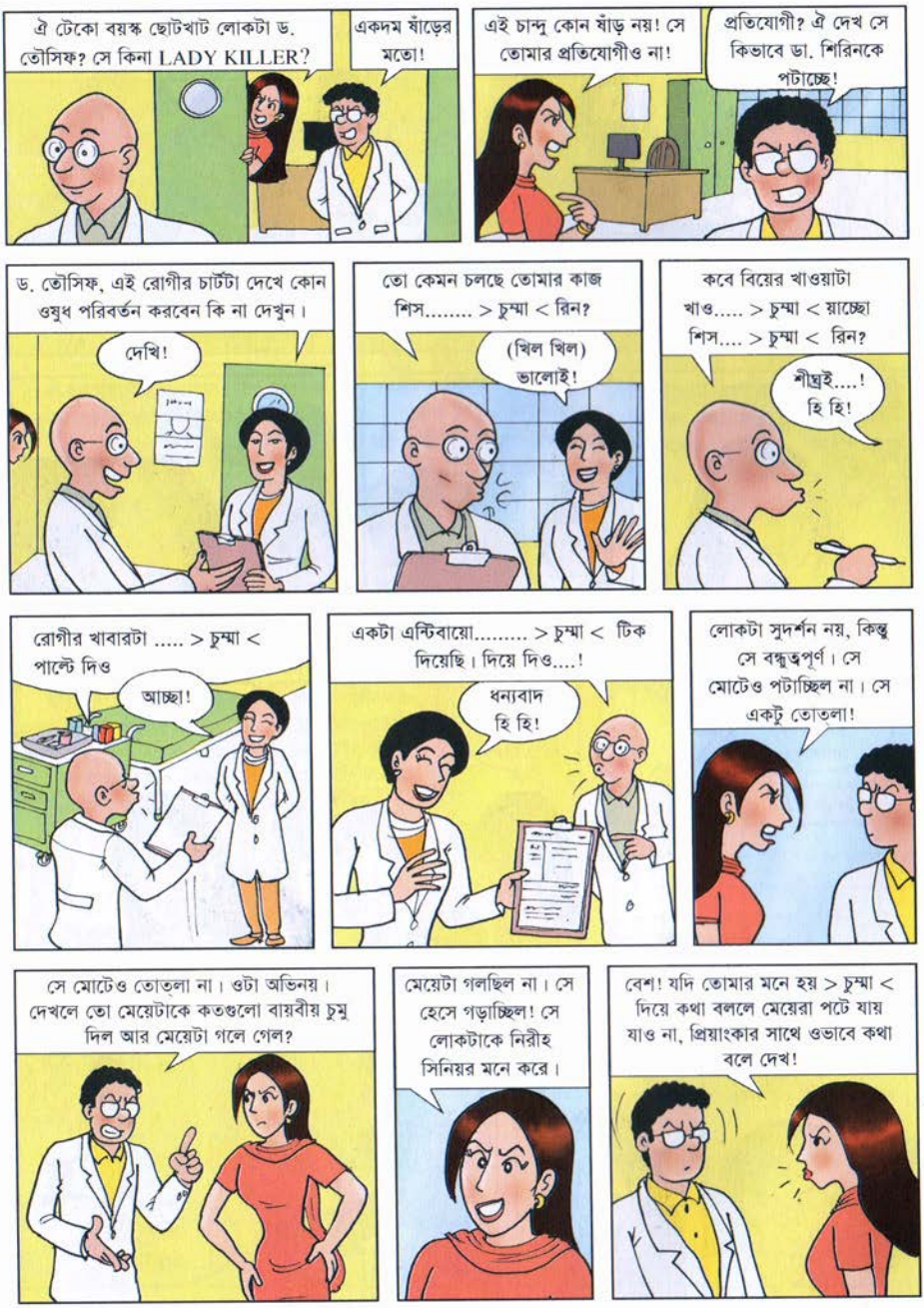
ঐ টেকো বয়স্ক ছোটখাট লোকটা ড. তৌসিফ? সে কিনা LADY KILLER?
একদম ষাঁড়ের মতো!
এই চান্দু কোন ষাঁড় নয়! সে তোমার প্রতিযোগীও না!
প্রতিযোগী? ঐ দেখ সে কিভাবে ডা. শিরিনকে পটাচ্ছে!
ড. তৌসিফ, এই রোগীর চার্টটা দেখে কোন ওষুধ পরিবর্তন করবেন কি না দেখুন।
দেখি!
তো কেমন চলছে তোমার কাজ শিস..... > চুম্মা < রিন?
(খিল খিল) ভালোই!
কবে বিয়ের খাওয়াটা খাও..... > চুম্মা < য়াচ্ছো শিস.... > চুম্মা < রিন?
শীঘ্রই....! হি হি!
রোগীর খাবারটা ..... > চুম্মা < পাল্টে দিও
আচ্ছা!
একটা এন্টিবায়ো..... > চুম্মা < টিক দিয়েছি। দিয়ে দিও....!
ধন্যবাদ হি হি!
লোকটা সুদর্শন নয়, কিন্তু সে বন্ধুত্বপূর্ণ। সে মোটেও পটাচ্ছিল না। সে একটু তোতলা!
সে মোটেও তোতলা না। ওটা অভিনয়। দেখলে তো মেয়েটাকে কতগুলো বায়বীয় চুমু দিল আর মেয়েটা গলে গেল?
মেয়েটা গলছিল না। সে হেসে গড়াচ্ছিল! সে লোকটাকে নিরীহ সিনিয়র মনে করে।
বেশ! যদি তোমার মনে হয় > চুম্মা < দিয়ে কথা বললে মেয়েরা পটে যায় যাও না, প্রিয়াংকার সাথে ওভাবে কথা বলে দেখ!

বিদায় ঢিলা স্ক্রু!
হুম! ভাল আইডিয়া!
আমিওতো তৌসিফের মত চুম্মা দিয়ে কথা বলতে পারি!
NAB
কেমন আছেন প্রি.... > চুম্মা! < .....আংকা? আজ বিকেলে কি ..... > চুম্মা! <.....ফ্রি?
অসভ্য! পার্ভার্ট!!
হাঁদারাম!
ড. তৌসিফ চুম্মা দিলে হিহি... আর আমি করলে অসভ্য?
তো আপনারা ৪ জন আগামী শুক্রবার গাজীপুরে আমাদের শানা টেক্সটাইলে আসুন!
WASTE INN
আর এই নিন আপনাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র!
কী দরকার ছিল!
তোরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিস যে শুক্রবার ভোরে আমরা কিছুক্ষণের জন্য শানা টেক্সটাইল দখল করে নেব?

তবে এর আগেই বস এমন একটা একশন নিতে চাচ্ছে যাতে লাইলী বাধ্য হয়ে নাচের পোশাক পরে 'মুন্নীর বদনাম হয়' নেচে বসের মনোরঞ্জন করবে!
আর এই একশনটা আজ সন্ধ্যার মধ্যে তোরা পালন করবি। এক্ষুণি তোরা আমাদের পাড়ায় চলে যা।
দেখছস? এই আলিশান বাড়িডা তোর দাদার। তার অনেক ট্যাকা। তয় তোর দাদীডা জল্লাদ। না হইলে...
কী চাই? ভিক্ষা? হইব না! কাজ করবা?
আমারে কি দেইখা ফকিন্নির মত লাগে?
হ!
এই ছেড়ি দাড়া! তোর গলা আমি চিনি!
ধর! ধর! চুরনীটারে ধর!

এট্যাক!
জ্যা খালাম্মা!
ধর! ধর!
তুই এইখানে পলা। আমি আইতাসি!
ভ্যা এ এ এ
এই ছোড়া, বিনা অনুমতিতে এইখানে আইছস ক্যান! বাইর হ! যা!
ছিঃ কামরান! একটা বাচ্চার সাথে এভাবে কথা বলে?
এই নাও চকলেট। কি নাম তোমার?
শা-শারুক!
শাহরুখ? বাহ্। তোমার মা কোথায় শাহরুখ?
মাম....!
এসো দেখি!

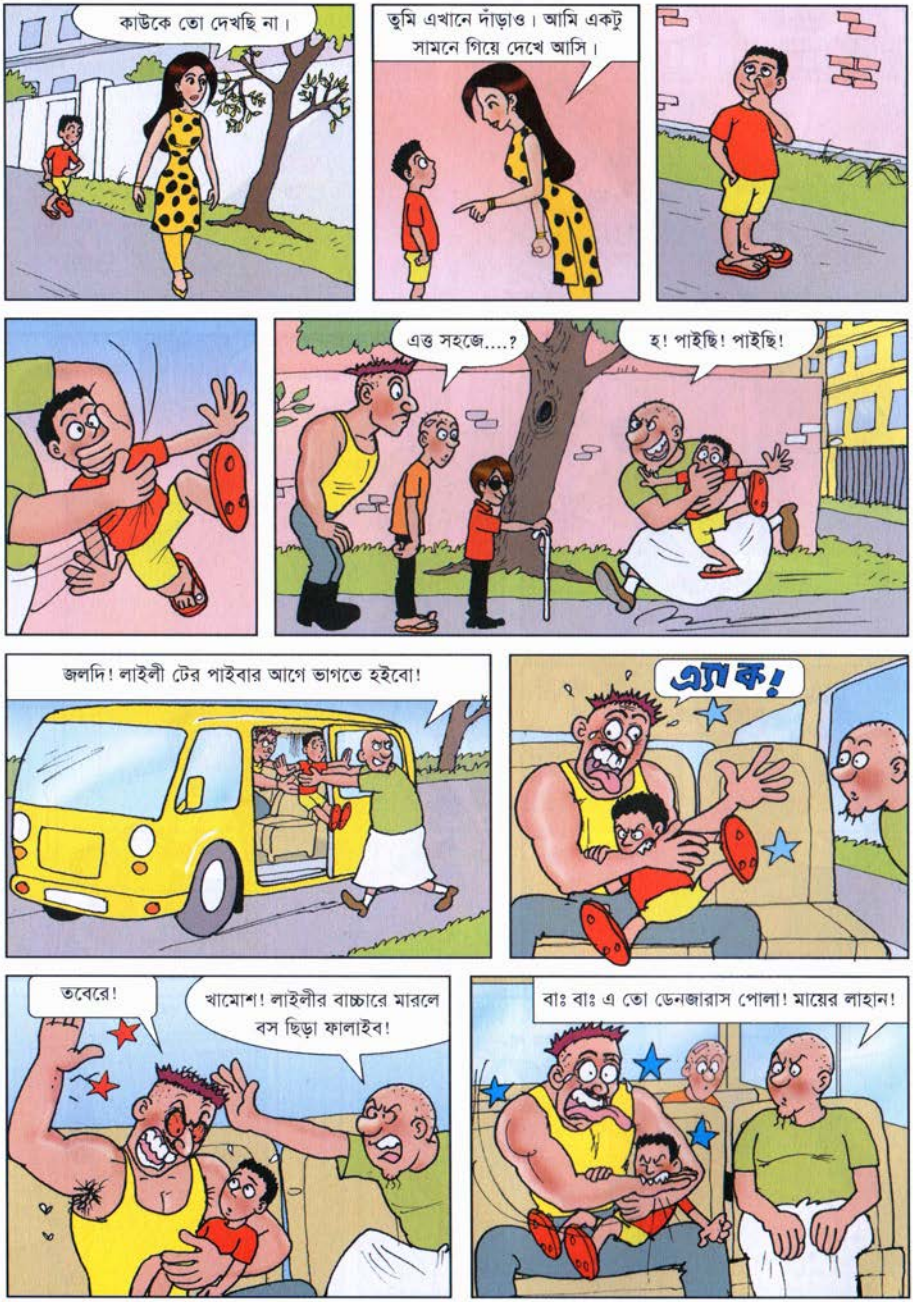
কাউকে তো দেখছি না।
তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি একটু সামনে গিয়ে দেখে আসি।
এত্ত সহজে....?
হ! পাইছি! পাইছি!
জলদি! লাইলী টের পাইবার আগে ভাগতে হইবো!
এ্যাক!
তবেরে!
খামোশ! লাইলীর বাচ্চারে মারলে বস ছিড়া ফালাইব!
বাঃ বাঃ এ তো ডেনজারাস পোলা! মায়ের লাহান!

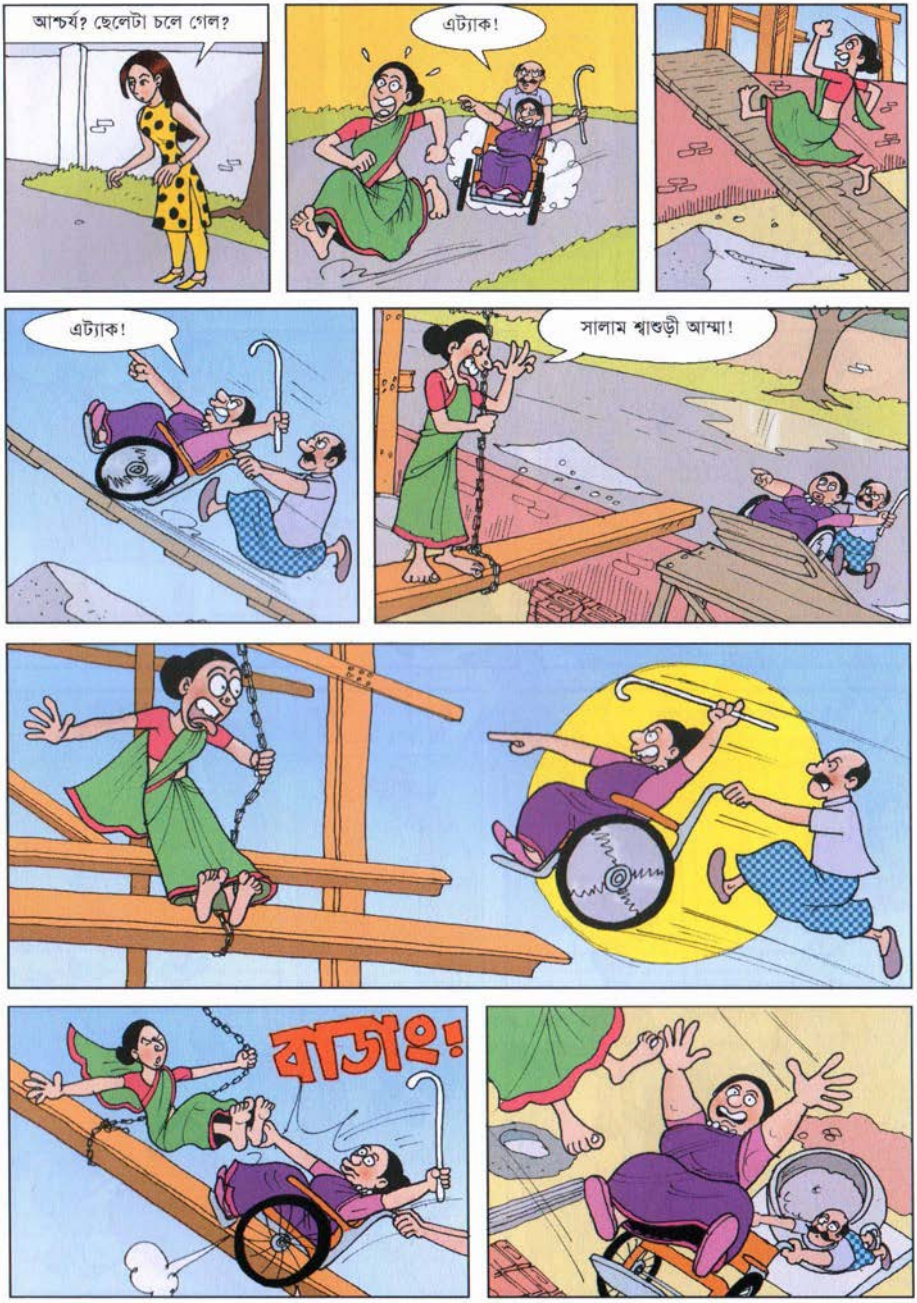
আশ্চর্য? ছেলেটা চলে গেল?
এট্যাক!
এট্যাক!
সালাম শ্বাশুড়ী আম্মা!
বাড়াং!

বাড়ি চলেন খালাম্মা
চুরনীরে এইবার পাইছি!
এই যে বস, লাইলীর পোলা শাহরুখ, যত্নে রাখছি!
এ্যা ব্যা ব্যা.. হিহি হি হি হি হি হি!
এ্যাক!

লাই-লাই-লাই লাইক!
...বুঝলে, তারপর সেই অদ্ভুত ছেলেটাকে নিয়ে রাস্তায় বের হলাম তার মাকে খুঁজতে। ঘুরে দেখি ছেলেটা চলে গেছে!
আয়, আয়!
কী ব্যাপার?
শ শ!
দড়াম!
কী? ভেবেছিলি ওভাবে পা টিপে ঢুকলে দরজার কুফা তোর উপস্থিতি টের পাবে না?
তোরা ফ্রি থাকলে আমার সাথে ভোতনদের বাসায় চল। এক দুর্দান্ত তামাশা হচ্ছে!

মাথা খারাপ! ভোতনের মা খুবই অভদ্র তার বাসায় গেলে সে এক দৃশ্য তৈরী করবে।
এই মূহর্তে সে কুখ্যাত চুরন্নী লায়লাকে নিয়ে এত ব্যস্ত যে সে অন্য কাউকে খেয়াল করছেন না।
চুরনী লায়লাটা কে?
ভোতনের বউ!
সেই চুরনী মেয়েটা?
কী হইব? আর কতক্ষণ এই কংক্রিটের মইধ্যে আটকায়া থাকুম? ভাংগিস না ক্যান?
হাবলা? যা অন্য একটা মিস্ত্রির লইয়া আয়। এই মিস্ত্রিরি কোন কামের নাহ্!
মিস্ত্রিরি? আমি মিস্তিরি, আমি একজন বিখ্যাত কুৎসিত ভাস্কর!
আমি ভাস্কর মৃগেল হক। ঢাকা শহরের যত কুৎসিত ভাস্কর্য আছে সব আমার বানানো। আর আপনাকে নিয়ে আমি কুৎসিততম মাস্টার পিস বানাচ্ছি 'অতলান্ত্রিক বোয়াল মাছ' এটা আপনার সৌভাগ্য!
কী? আমি বোয়াল মাছ? হাবলা ঐ মৃগেল মাছটা ধর। ওরে দোপায়াজা কইরা খামু!

আরে খালাম্মা আপনে নিজে নিজে দাঁড়াইতে পারতাছেন!! আপনে সুস্থ হয়া গেছেন! কী খুশীর কতা।
এত খুশী ক্যান? হুইলচেয়ার আর ঠেলতে হইব না বইলা এত খুশী লাগে না?
আমারে ছাইড়া দ্যান। আমি আপনের পোলার বউ আপনের নাতী আমারে খুইজ্জা মরতাছে!
চোপ চুরনী! ভোতন আমার পোলা না। অরে ত্যাজ্য করছি। হাবলা অরে গ্যারেজে বাইন্দা রাখ সকালে অরে সাইজ করুম!
আপনের নাতী শাহরুখ এই পাড়ার রাস্তায় রাস্তায় ঘুইরা বেড়াইতাছে অরে আইন্না দ্যান।
চোপ!!
দেখলি? না এলে তো এই নাটক মিস করতি!
আশ্চর্য! ওই বাচ্চা শাহরুখ... ওটা ভোতনের ছেলে?
কী অদ্ভুত সব ভৌতিক ঘটনা ঘটছে ভোতনকে ঘিরে... এক মিনিট!
রিং রিং
হ্যালো?
খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা...!
খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা...!

খ্যা খ্যা খ্যা
.....
ব্যাস, লাইন কেটে দিয়েছি। এখন লাইলীর টেনশন তিনগুন বেড়ে যাবে।
সন্তান নিখোঁজ হবার পর লাইলী এখন নিশ্চয় পাগল প্রায়। তার ওপর আমার ফোন। এভাবে দুদিন টর্চার করার পর বলব যে শাহরুখ আমাদের কাছে।
ততক্ষণে ছেলের শোকে তার সব তেজ বের হয়ে যাবে। তখন আপনি যা বলবেন তাই করবে। নর্তকীর বেশে একবার কেন- ১০বার মুন্নীর বদনাম নেচে দেখাবে।
খি খি খি!
যে নাম্বার থেকে খ্যা খ্যা রফিক ফোন করিয়েছিল তা টুকে নিলাম। ডিটেকটিভ পুলিশকে দেব।
শোন মন্টু তুমি বরং কাল সাংবাদিক হিসেবে ভোতনদের বাসায় গিয়ে লায়লার ইন্টারভিউ কর। সে নিশ্চয় জানে ভোতন কোথায় কিংবা রফিক কেন ফোন করে খ্যা খ্যা করছে।
হু!
পরদিন সকালে
কী চাই?
আমি মন্টু আমি..
হ, হ, আপনেরে ভাল কইরাই চিনি।
এই বাড়িতে আপনের ঢুকা নিষেধ!

ধাম
ধাম
আবার কী?
লায়লাকে অবৈধভাবে এ বাসায় আটকে রেখেছেন। আমাকে ঢুকতে না দিলে পুলিশ ডাকব!
পুলিশ? ভয় পাইছি! ভোতনদার বড় ভাই পুলিশ এসপি রতনদা ঐ যে বারান্দায় বইসা আছে যান ডাকেন!
SHANNA TEXTILES
সাতটাকে অজ্ঞান করেছি আর আছে?
বস, আইসা পড়েন, সব গার্ড অজ্ঞান কইরা একটা রুমে তালা মাইরা দিতাছি...!
কাশেম? রবিউল? কই তোরা?
অরা ডিউটি ছাইড়া গেল কই?
এর সাইজ তো জাহাঙ্গীরের দ্বিগুণ। এরে অজ্ঞান করুম কী রূপে?

এই রকম দৈত্যরে অজ্ঞান করুম কী রূপে?
আরে! আরে করে কী! থাম! ঐটা মারলে তো ঐ ব্যাটা মইরা যাইব। হত্যা করা নিষেধ!
বয়রাটাতো কিছু শুনেই নাই!
আমার লগে খোঁচাখুঁচি বাইর করতাছি!
এত সকালে আপনে কে?
এ্যা ব্যা ব্যা....!
এই ব্যাটা সালাম দে। ইনি হচ্ছে বড় সাহেব!
বড় সাব?

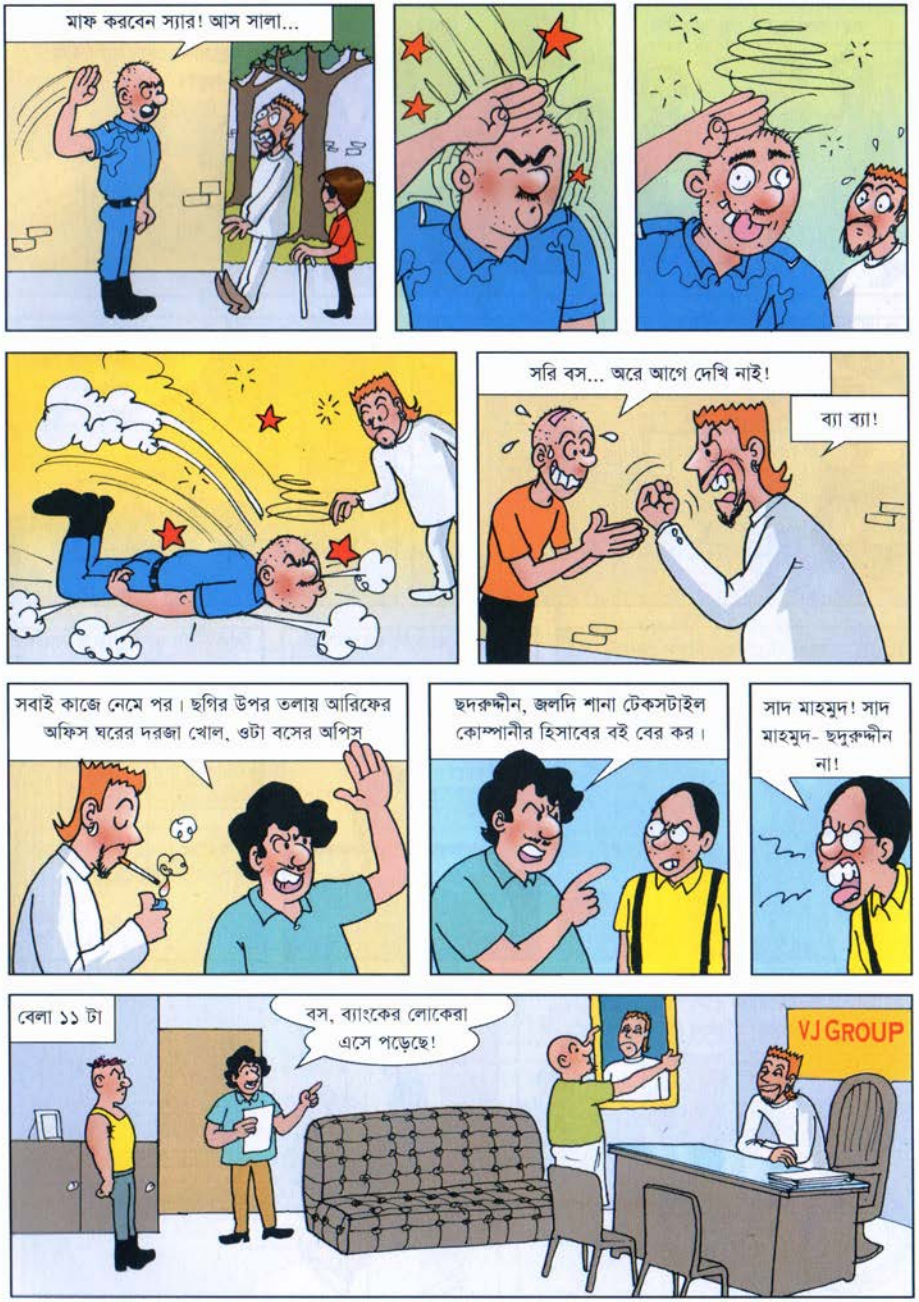
মাফ করবেন স্যার! আস সালা...
সরি বস... অরে আগে দেখি নাই!
ব্যা ব্যা!
সবাই কাজে নেমে পর। ছগির উপর তলায় আরিফের অফিস ঘরের দরজা খোল, ওটা বসের অপিস
ছদরুদ্দীন, জলদি শানা টেকসটাইল কোম্পানীর হিসাবের বই বের কর।
সাদ মাহমুদ! সাদ মাহমুদ- ছদুরুদ্দীন না!
বেলা ১১ টা
বস, ব্যাংকের লোকেরা এসে পড়েছে!
VJ GROUP

বাহ্! বেশ ভালই তো ফ্যাক্টরীটা!
হে হে...
এত ভাল ফ্যাক্টরীকে প্রসারের জন্য ঋণ অনুমোদন কোন ব্যাপার না! আমরা সন্তুষ্ট!
SHANNA TEXTILES
?
আমার ফ্যাক্টরী থেকে এটা কোন গাড়ি বের হচ্ছে?
বাংগু ব্যাংকের মিনিবাস কেন?
BANGU BANK
সকাল থেকে সিকিউরিটির লোকদের ফোন করছি ওরা ধরছে না দেখে এই ছুটির দিনেও ফ্যাক্টরীতে এসেছি। এখানে মনে হচ্ছে এরা কোন দুই নাম্বারী করছে!
সিকিউরিটি ম্যানেজারকে আজই ছাঁটাই করব!
ভেতরে আরো দুটো গাড়ি দেখছি। ব্যাপারটা সুবিধার ঠেকছে না!
THINK GREEN

?!!
?!!
দিসি একদম!
গুগুগুগুগুড!
মেঘ না চাইতে জল!
ওকে চ্যাঙদোলা করে মাইক্রোবাসে ওঠা। এবার নাটক দ্বিগুণ জমবে!
সন্তানের সাথে এবার লাইলী তার স্বামীকে আমাদের কাছে হারাল! হিহিহি!
আরিফ একটা অদ্ভুত SMS পাঠিয়ে ফোন বন্ধ করে রেখেছে কেন?
আবার খ্যা খ্যা!
রিং রিং
খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা
খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা উ উ

খ্যাক!
খ্যাক!
খ্যা এ এ এ
চটাশ!
কেটে দিয়েছে!
স্টুপিড!
খি খি খি!
এবার আরিফের ফোন থেকে ফোন করে চমকে দেই!
হ্যালো আরিফ?
খ্যা খ্যা খ্যা!
খ্যা... খ্যাক! খ্যাক!
খ্যা এ এ এ ঊ ঊ ঊ ঊ !
ইডিয়েট! স্টুপিড!
এই গাধার দল আমাকে ফ্যাক্টরী থেকে কিডনাপ করেছে। চিন্তা কোর না। দুপুরে খাবার খেয়ে নাও!
আর শোন, মতিনকে ১০,০০০ টাকা মাসিক বাজার বাবদ দিয়ে দিও। আর...

গত পরশু নিয়েছি তোমার বাচ্চা আজ নিয়েছি স্বামীকে!
আমার বাচ্চা? না আ আ আ আ...
না আ আ আ!
এ্যাঁ? কোন বাচ্চা?
আমার বাচ্চার কিছু হলে একদম কাঁচা খেয়ে ফেলব!
...এ্যাক! চোপ বেশি চেঁচালে তোর বাচ্চা শাহরুখকে আমিই কাঁচা খেয়ে ফেলব!
আমার বাচ্চা শাহরুখ?
শাহরুখ?
নেহী ই ই ই!
ইয়েহি ই ই! আরিফ আর শাহরুখ!
ভোতন তার নিজের ছেলেকে চেনে না? তার মানে লায়লা চুন্নীর সাথে তার সম্পর্ক নেই? আচ্ছা ওরা কি শাহরুখকে আমার পেছন থেকে কিডন্যাপ করেছিল?
শাহরুখের ক্ষতি হলে তোদের শেষ করে দেব! কত টাকা চাস, বল!
টাকা? আরে দূর! বস শুধু তোমাকে চায়। প্রথমে তুমি ঘাগড়া চেলি পরে মুন্নীর বদনাম ঘোচাবে!

মুন্নীর বদনাম নেচে ভোতনের মনোরঞ্জন করব? মুন্নীটা কে? সে নাচলেই তো হয়!
২৪ ঘণ্টা সময় দেয়া হলো রাজী না হলে...
...আরিফের কল্লা কাটা হবে আর শাহরুখকে বস দত্তক নেবে। খ্যা খ্যা খ্যা
আলিশান বাড়ি! ভোতনদা বুঝি প্রচুর টাকা মেরেছেন?
বাঃ বেশ আলিশান পোষ্য প্রাণীও দেখছি!
এবার তোর ছেলের দেখা পাবি তবে তাকে ছুঁতে পারবি না।
এই যে শাহরুখ! দেখ, কাকে এনেছি!
শাহরুখ! বাবা আয় বাবার কোলে, আমি! এটা আমি! বাবা!
ভ্যা এ এ!

ভ্যা এ এ
বাঃ বস তো শাহরুখকে তার বাপের নাম ভুলিয়ে দিয়েছে!
ছিঃ ভোতন এভাবে কেক আর চকলেট ঘুষ দিয়ে তুমি আমার বাচ্চাটাকে কিনে নিলে?
যথেষ্ট পূণর্মিলন হয়েছে। এবার চল।
এ ঘরে তোর কাপড় চোপড় আছে। পরে নে কাজ আছে। হাত খুলে দিচ্চি। বিনা পরিশ্রমে এখানে বন্দী থাকা চলবে না।
বাঃ এইতো বেশ চাপরাশী-চাপরাশী লাগছে এবার এই জুতো জোড়া পরে নে!
প্যাপ!
এটা পরে পালাবি কীভাবে?
প্যাপ!
প্যাপ!
এই নে ঝাড়ু যা এবার ড্রইংরুমটা সাফ কর।
ওকে
খি খি খি!
আমি কাজ পাগল মানুষ। কোন কাজ না করার চেয়ে ঝাড়ু দেয়া ভাল!

খি খি খি
খ্যাক খ্যাক
প্যাপ!
প্যাপ!
বস্ কুমির হত্যাকারী মোখলেসকে ধরে এনেছি!
আসলে আমি নিজেই আইছি, আপনের কুমির মারার জইন্য ক্ষমাপ্রার্থী। মাফ কইরা দ্যান।
জরিমানা হিসাবে এই কুমিরের বাচ্চাগুলা লইয়া আইছি!
ব্যাহ!
গদাম!
ওকে বস। এটাকে মুরগীর খোঁয়ারে আটকে রাখছি!
সাইজে ছোট হলেও বেশ হিংস্র!
ওমা! আমাকে কামড়াতে চেষ্টা করছে। চোয়ালে অনেক শক্তি না?
আচ্ছা দেখি কত শক্তি?
দুর্দান্ত ক্যাপ ওপেনার!
প্যাপ!?

নিন ভোতন দা বিয়ার!
আমি কাজ পাগল লোক অফিসে বসে অংকে হিসাব-নিকাশের চেয়ে দেখছি চাকর-বাকরের কাজটা খুব স্বাস্থ্যকর আর ইন্টাররেস্টিং। খুব ফুর্তি লাগছে।
হেই-হেই-হেই-হেইট আ-আ-আ- আরিফ!
ফূর্তি করার জন্য তোকে আমরা কিডন্যাপ করি নাই!
এই কম্পিউটারে বয়। বস্ কইছে তোর নাকি অংক করতে ভাল লাগে না। নে এইখানে বসের আয় ব্যায়ের হিসাব মিলা!
আরে!
এদিকে
আর কোন বুদ্ধি?
আমরা একদল পুলিশ নিয়ে ভোতনের আস্তানা আক্রমন করলেই তো হয়!
ভোতনের আস্তানা কই?
যেখানে ভোতন থাকে!
প্রেমে পড়ে তোর বুদ্ধি শুদ্ধি পালিয়ে গেছে গাধা!
আরিফকে উদ্ধার করার সহজ বুদ্ধি হচ্ছে ভোতনের শর্ত মেনে নর্তকী সেজে তার কাছে ধরা দেয়া। তবে সেটা হবে আমার মতো!
পাগল না কী!

কিন্তু প্রথমে ঐ লায়লা চুরনীর সাথে কথা বলে ভোতন সম্পর্কে জানতে হবে।
সম্ভব না!
ভোতনের মায়ের পাহারাদার দেলু বাসায় কাউকে ঢুকতে দেয় না। হুমকিতে কাজ হয় না সে কাউকে ভয়ও পায় না।
কাউকে না? সে ভূত-ও ভয় পায় না?
ভূত?
আমার বাসায় একটা কংকাল আছে ভুলে গেছিস ওটা দিয়ে কত জনক ভয় দেখিয়েছি। পুতুল নাচ করেছি!
গুড আইডিয়া
হা হা হা হা হা হা!
আমারে আর কত শাস্তি দিবেন? মাফ কইরা দেন!
যতদিন ইচ্ছা ততদিন তোরে শাস্তি দিমু। নে দেলু ওর গায়ে তুলা ঢাল।
MOBIL
হা হা হা হা হা হা!
এখন ভাল কইরা তালা দিয়া রাখ!
আমার পোলাডারে আইন্যা দেও!
চুপ থাক!
হিহি... শুরু হলো পুতুল নাচ!

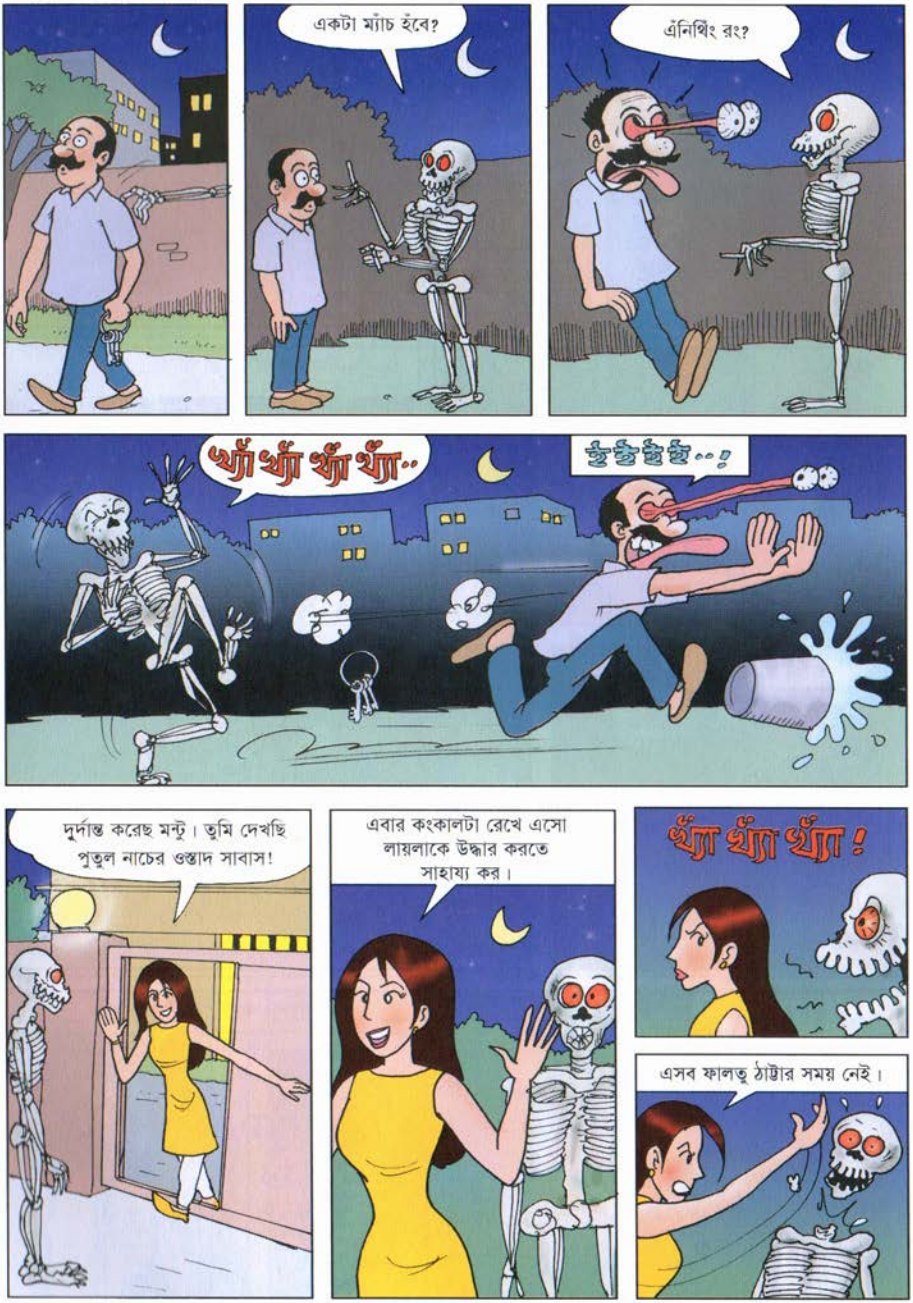
একটা ম্যাঁচ হবে?
এনিথিং রং?
খ্যাঁ খ্যাঁ খ্যাঁ খ্যাঁ..
হুহুহুহু..!
দুর্দান্ত করেছ মন্টু। তুমি দেখছি পুতুল নাচের ওস্তাদ সাবাস!
এবার কংকালটা রেখে এসো লায়লাকে উদ্ধার করতে সাহায্য কর।
খ্যাঁ খ্যাঁ খ্যাঁ!
এসব ফালতু ঠাট্টার সময় নেই।

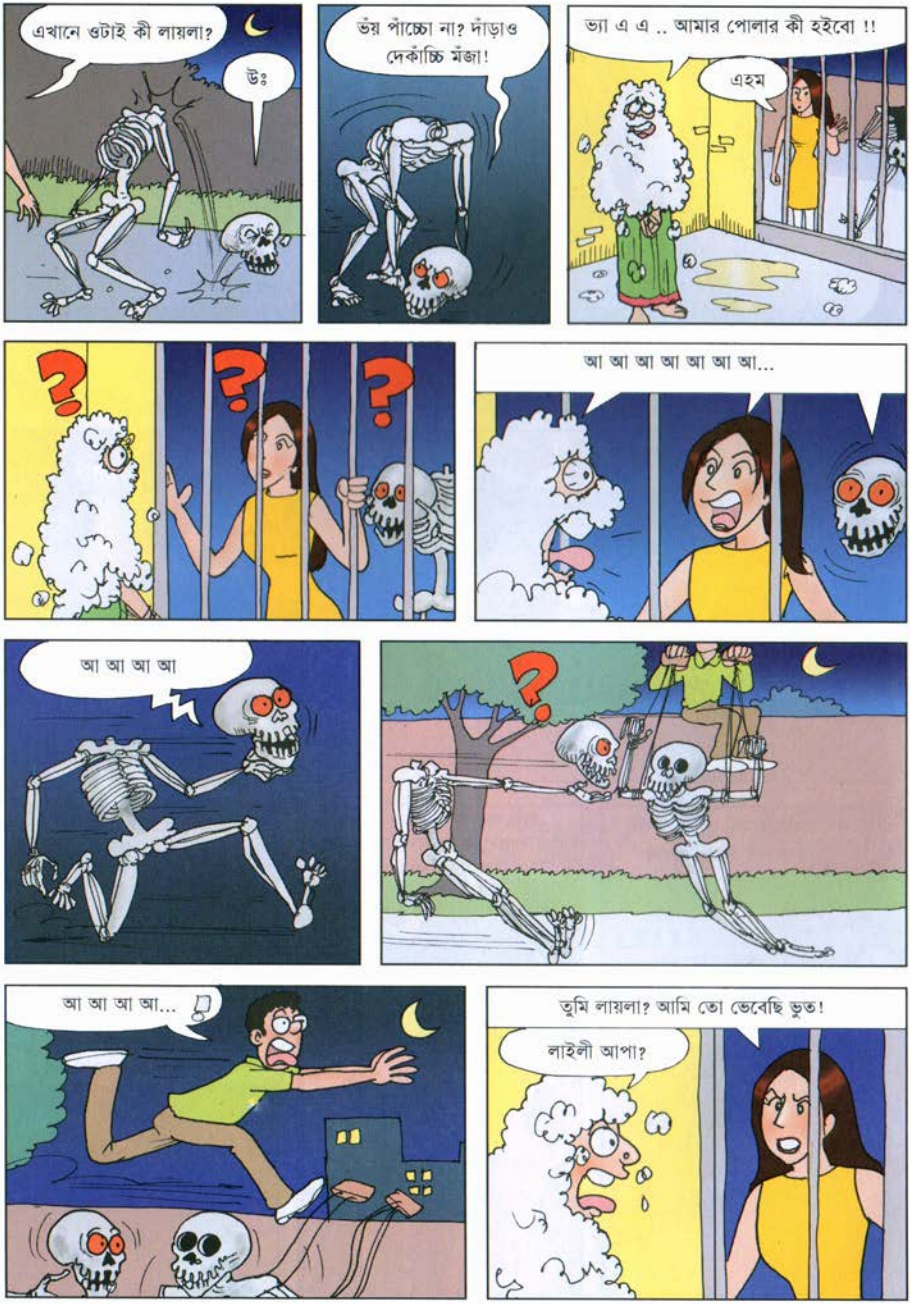
এখানে ওটাই কী লায়লা?
উঃ
ভঁয় পাচ্চো না? দাঁড়াও দেকাঁচ্চি মঁজা!
ভ্যা এ এ .. আমার পোলার কী হইবো !!
এহম
আ আ আ আ আ আ আ...
আ আ আ আ
আ আ আ আ...
তুমি লায়লা? আমি তো ভেবেছি ভুত!
লাইলী আপা?

আমার পোলাডারে আইন্না দ্যান!
তুমি যদি আমাকে ভোতনের ব্যাপারে তথ্য দাও আমি তোমার ছেলের খোঁজ দেব!
আমার পোলার খোঁজ দিলে যা চান তাই করুম।
তাহলে এসো।
এক মিনিট এতো মন্টুর কংকালের মাথা!
পরদিন
চলরে বাড়ি ফিরি বৃষ্টি হচ্ছে!
খ্যা খ্যা খ্যা
সরি রং নাম্বার!
খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা
আমি... আমি ভোতনাকে নাচ দেখাতে রাজী তবে আরিফ আর শাহরুখের কোন ক্ষতি হলে তোদের শেষ করে দেব!
বস! বলে কী! সে তো রাজী!
?!
বিকাল ৫টায় আমি ফোন করে জানাব কোথায় আসতে হবে?
আমার শর্ত আমার সাথে মঞ্জু থাকবে।
মঞ্জু?

বস বলেছে কোন মঞ্জু-ফঞ্জু হবে না।
বস, সে বলছে মঞ্জুকে যদি আপনার পছন্দ না হয় সে কী তার খালাতো ভাই অপুকে নিরাপত্তার জন্য আনতে পারে কী না!
হুহ!
বস বলেছে নিয়ে এসো। অপু এসে দেখবে তার আপু কেমন বেলাল্লাপনা করে বসের সাথে!
তোর বৈধ বৌ এসে বসকে নেচে আনন্দ দেবে। কেমন লাগছে?
খারাপ!
তার চেয়ে খারাপ আমাকে দিয়ে জোর করে হিসাব আর অংক করানো। অংক অপছন্দ বলে আমাকে দিয়ে প্রথমে ভোতনাদার হিসাব মিলালে।
সেটা শেষ করার পর আমাকে ক্লাস টেনের অংক বই দিয়েছ সব অংক করার জন্য। কী ধরণের বিকৃত মানসিকতা! এর চেয়ে হিটলার ভাল।
সে যাক আপনি কী জানেন যে আপনার হিসাবরক্ষক একটা মহা চোর সে শত শত কোটি টাকা মেরে দিয়েছে।
আবার ঘিড়িংগীবাজী? মনে করেছিস যে বার বার ভোতনাদার দলের ভেতর ফাটল ধরাবি?
এহম! ব্যা ব্যা!
জ্বী বস?
আস্তে করে বল সাদ মাহমুদ কী করেছে?
২ বছরে নাকি তোমরা ২০০ কোটি টাকার মদ খেয়েছ হিসাব করে দেখেছ এতে কত মদ-গাঁজা হয়?
ঐ টাকায় কমপক্ষে ৫০ লাখ বোতল মদ আর ১০-১২ টন গাঁজা কেনা যায়। ভোতন দা দৈনিক ৬৫০০ বোতল মদ কিনেছে!
ভোতনদা ২০০০ কোটি টাকা মেরেছেন এর মধ্যে ঐ টাউট লোকটা না হলেও ৩০০-৪০০ কোটি টাকা সরিয়েছে।
আচ্ছা?

তুই যদি মিথ্যে বলে থাকিস...
তোমরা ঐ ব্যাটাকে প্রথমে দুটো প্রশ্ন করেই দেখ...
সাদ প্রতিদিনের মত এক লাখ টাকা নিয়ে বাজারে গেছে।
এক লাখ টাকার বাজার? এ্যাঁ?
হ্যা। বাজারের সব কিছু না কি অগ্নিমূল্য?
তোমরা ব্যাংকের টাকা মেরে চলো বলে টাকা পয়সা নিয়ে এত নির্দয়?
তাহলে ওর ঘরে খোঁজ নাও, এত টাকা মারে যে তার ঘরে কিছু হদিস থাকবেই।
খালি টাকা আর টাকা!!
একটু পর
মিথ্যে কথা। আমি টাকা চুরি করি নাই
ঐগুলো আমার বেতনের টাকা। আর বাজারের টাকা চুরি করার সুযোগই নেই। জানেন, একেকটা মুরগির দাম যে ১০,০০০ টাকা। দৈনিক এক লাখ তো লাগেই...
বস অর গায়ে একটু তেল মশলা দিয়া দেই?
আউ! আউ! থামেন! হ্যা! হ্যা!
অল্প কিছু চুরি করে আমার গরিব বাবাকে দিয়েছি। আগুন থামান।
তোর বাবা সে টাকা দিয়ে কি করেছে? চিকিৎসা?

না, উনি গত মাসে ঐ টাকা দিয়ে একটা নতুন প্রাইভেট ব্যাংক খুলেছেন। ভিকারী ব্যাংক।
উঃ আমার তলদেশ ভাজি হয়ে গেল। থামুন। উঃ আর গফুর সাহেব আমার গুরু। উনি এবার আপনাদের নামে ঋণ নিয়ে সবটাই খেয়ে ফেলার ধান্ধা করেছেন।
ওকে বস, গফুরকে এক্ষুণি ধরে আনছি।
আউ! আউ!
ঘণ্টা দুই পর
এই আচরণের মাইনে কী? আমার লগে রংবাজী?
?
ভদর ভদর ভদর (আরে এই কাঁচের পাত্র আমার মাথায় পরানো হইল ক্যান!)
(উব্বু!উব্বু!)
এটাই ফাইনাল প্ল্যান। আমি যাচ্ছি এবং তোমরা পেছনে আরেকটা গাড়িতে ফলো করো। যাও রেডি হয়ে এসো।
আর মন্টু, এই খুলিটা তোমার কংকালের। এটা নাও।
ও! ধন্যবাদ...
এটা হাসপাতালে রেখে আসছি!

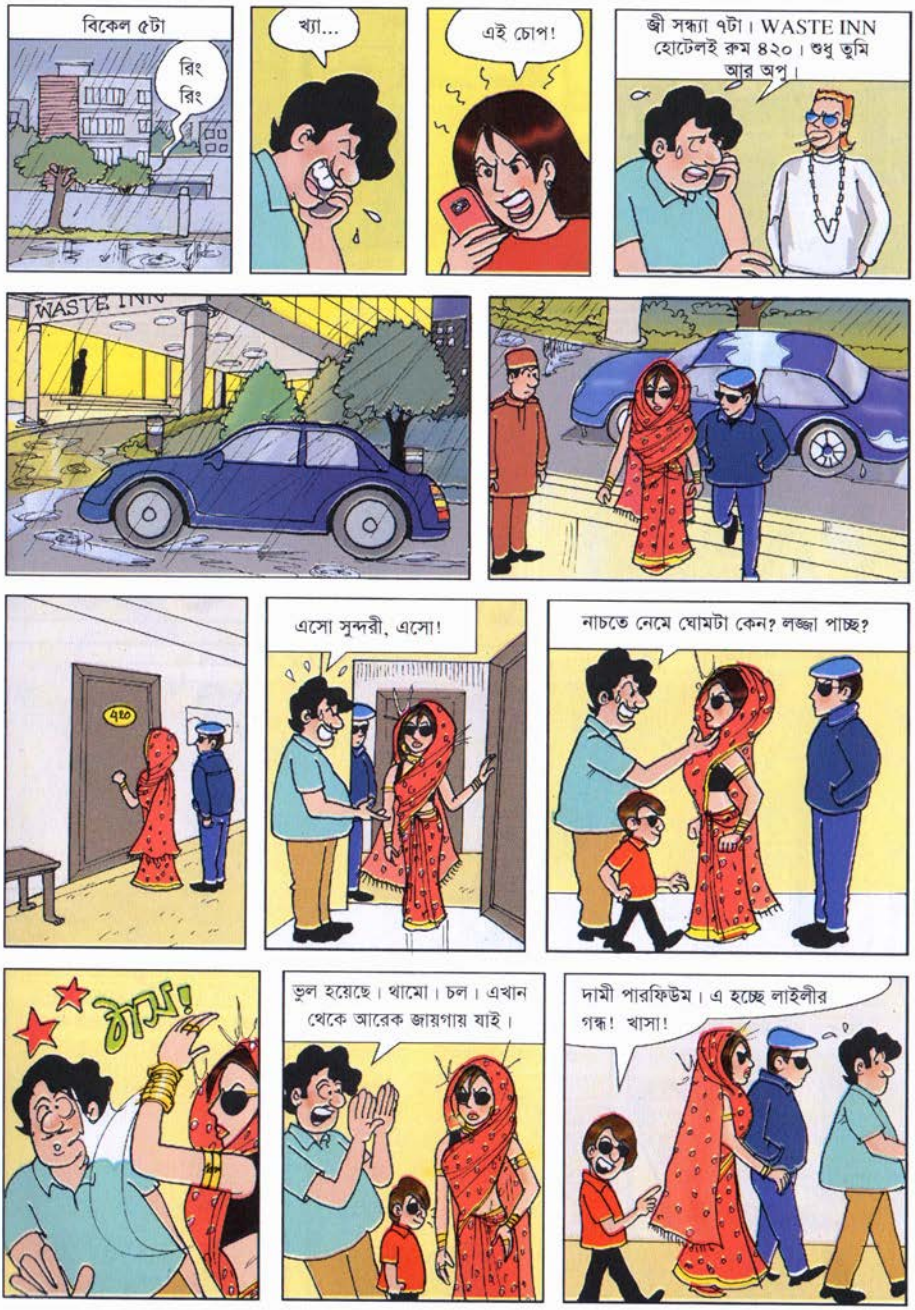
বিকেল ৫টা
রিং রিং
খ্যা...
এই চোপ!
জী সন্ধ্যা ৭টা। WASTE INN হোটেলই রুম ৪২০। শুধু তুমি আর অপু।
WASTE INN
৪২০
এসো সুন্দরী, এসো!
নাচতে নেমে ঘোমটা কেন? লজ্জা পাচ্ছ?
খাসা!
ভুল হয়েছে। থামো। চল। এখান থেকে আরেক জায়গায় যাই।
দামী পারফিউম। এ হচ্ছে লাইলীর গন্ধ! খাসা!

BLUNT
SPICE ICE RESTAURANT
METRO
আরিফ আর শাহরুখ ঠিক আছে তো?
হ্যাঁ!
এসো লাইলী, ভোতনদা দোতলায় তোমার অপেক্ষায় আছে।
অপ্রাপ্ত বয়স্কদের উপরতলায় যাওয়া নিষেধ। বাচ্চালোক তুমি এই দিকে আইস!
আরিফ আর শাহরুখকেও উপরে পাবে।
এইখানে তোমার মত নাদানদের বিশেষ ব্যবস্থায় রাখা হয়। খি খি খি...!
এইটা সদরুদ্দীন ব্যাপারী। বসের শত শত কুটি ট্যাকা মারছে।
সাদ মাহমুদ! সাদ মাহমুদ!
এই বাটপার গফুর সদরুদ্দীনের লগে যোগসাজশে বসের নামে ব্যাংক লোন লয়া নিজে মাইরা দেওয়ার প্ল্যান করছিল!
মিছা কথা!
আর এই জায়গাটা তোমার জইন্য বুকিং দেয়া আছে। যাও ওইখানে দাঁড়ায়া পড়।

এই ব্যাটা যা, ঐ দেয়ালে দাড়া। জাহাঙ্গীর তোর হাত লক করে দিব!
?
ঝপ!
ইরি আল্লারে!
এই ব্যাটা... তুই...
!
এই যে ভাই! আমাগ কী হইবো?
ওরে কালা জাহাঙ্গীর ... এলার্ম বাজা? দুত্তর! তুই তো কানে শুনস না।

লাইলী?
শাহরুখ?
ড্রিমাম
ওয়েকাপাম
ক্রিটিকালাম
কণ্ডিশানাম

ভ্যা এ এ এ !
শাহ...?

লাইলী তুমি এমন সেজেছ কেন?

তুমি সত্যিই ভোতনের মনোরঞ্জন করতে চলে এলে? ছিঃ লাইলী।

তুমি ... উফ!

খি খি খি খি... এ্যা ব্যা ব্যা!
তুমি কী তোমার স্বামী আরিফকে বাঁচাতে চাও? তোমার সন্তানকে তোমার কোলে ফেরত চাও?
তাইলে আজই কিনুন... আরে কী বলি...! কোন চালাকি না করে নাচ সুন্দরী!
কখনোই না। ভোতনের মত লুইচ্চার জন্য লাইলী কখনো নাচবে না!
নাচবে! নাচবে!
না! না! না!
চোওওওওপ!
ঠাঠাঠা
চোপ বললে লাভ কী? লাইলী একজন নাচ প্রতিবন্ধী! তুই যেমন তোতলাস... লাইলী তেমন নাচতে পারে না!
না না না না চো!
উঃ!
সপাং!
ওরে কুকুরের নাতি!
ধুপ!

ব্যাহ!
না নাচলে বস আরিফের খুলি উড়িয়ে দেবে!
?!
মুন্নীর বদনাম হয়!
এটা কোন নাচ হচ্ছে না। ছগির, নাচের সরঞ্জাম লাগা!
ইয়াহু!
মুন্নীকা বদনাম হুয়া!
নেহী!

কামিনে? ম্যায় তেরে খুন পিয়ুঙ্গা!
খি খি খি!
প্যাপ!
প্যাপ!
এই নে। একটাকে পকেটে রেখে দিয়েছিলাম!
আউ! আউ!
বস! পুরাই শাহরুখ-সোনাক্ষী লাগছে!

এ্যা! এ্যা!
দুর্দান্ত হচ্ছে বস!
আয়!
গ্যা এ এ এ !
গ! গ!
ঠা ঠা ঠা
ই ই ই!
খবদ্দার! তুই নড়লেই গুলি করব!
লাইলী!
খি খি খি!
দিব ব্যাটাকে শেষ করে?

বু হা হা হা হা!
হে হে!
?
আরে একটা আন্ধা মানুষ ঘরে থাকতে সমস্যাটা কী?
ব্যাহ!
বুহা হা হা হা...!
ম ম ম!
দাঁড়া! ওকে মারার আগে এই কুমিরের বাচ্চাটা ওর শার্টের ভেতর ছেড়ে দেই!

জলদি, লাইলী ঐ ঘরে বিপদে ...
শান্ত হও আরিফ! লাইলীকে বিপদে ফেলা ভোতনার কাজ নয়।
লাইলী!
আর কে?
তাহলে ঐ ঘরে ভোতনের সাথে কে?
ঐ ঘরে এখন পারিবারিক পূনর্মিলন হচ্ছে আমাদের মতো!
?!
স্বোয়ামী আমার... আইসো। এইখানে আইসো!

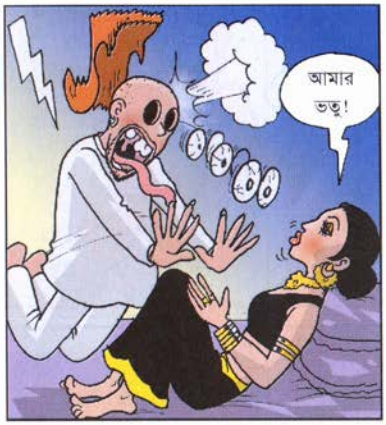
আমার ভতু!

হু হু হা হা হা সুন্দর! পালাবে কোথায়?

ফ্যাঁ! ফ্যাঁ!

নে হী ই ই ই!
হু হু হা হা হা হা সুন্দর!

না আ আ!

এ্যা এ্যা?
তুমি যাও কই ভতু?
না আ আ আ!
দরজা লাগায়া লাভ কী?
তোমারে ছাড়া যামু না!
ধুপ! ধাপ!
ক্যা এ চ!
স স স স স সরে যা!
কী সব ছাগলামী কর? দ্যাখতাছো না শাহরুখ তোমার-আমার পোলা। অর চুল নাক, চোখ দেখ!
তুমি জেলে থাকতে অর জন্ম! ভালা কইরা দ্যাখ! ও তোমার পোলা।
বাবা?

ব্যা ব্যা?
নাএএএ
নাএএ
না না না ! এ- এ-এক তা তা তা তালাক! দু-দু-দু-দুই তা তা তা-
তালাক ক্যান?
ইডিয়েট! বাঁচতে চাইলে ভাগ!
এইসব তালাক-ফালাক কয় না! চল। এক্ষুনি পুলিশ আয়া পরবো!
ভোতনের মতো শয়তান যে তার স্ত্রীকে কত ভয় পেতে পারে তা নিজ চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। আচ্ছা আমরা ভোতনকে চলে যেতে দিচ্ছি কেন? সে তো ব্যাংকের প্রচুর টাকা মেরেছে!
লায়লা আমার ভূমিকায় অভিনয় করেছে। তার বিনিময়ে তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম ভোতনাকে একবার পালিয়ে যাবার সুযোগ দেব!

ওমা! বৃষ্টিতে দেখছি সব কিছু তলিয়ে গেছে। সাবধান ললিপপ!
একটা কাঠের তক্তা দেখা যাচ্ছে। ওটা দিয়ে খালটা পার হই!
আ আ আ আ আ আ আ আ আ
বাঃ মঞ্জু দেখছি পুলিশ নিয়ে এসেছে!
I'M THE KING OF THE WORLD YAHOO!
POLICE
TIGHTENIC
পরদিন
না আরিফ। বাসায় কোন কুমিরের বাচ্চা পালা হবে না। আজই এগুলো চিড়িয়াখানায় দিয়ে আসবে।
কিন্তু-
যত CUTE ই হোক, এগুলো হিংস্র প্রাণী।
বো ও ও ও

শুনেছিস? মন্টু আর প্রিয়াংকার মধ্যে আজ সকালেই প্রেমের নাটক ঘটে গেছে।
প্রিয়াংকা যদিও মন্টুর সাথে কথা বলা বন্ধ রেখেছিল। সে সকালে মন্টুর ডেস্ক থেকে ক'টা ফাইল নিতে গিয়েছিল!
হুহ!
খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা!
হ হ হ হ ...
খ্যা খ্যা খ্যা!
খ্যা খ্যা খ্যা!
খ্যা ??
খ্যা খ্যা খ্যা!
হাহাহাহা!!
আর পুলিশ গফুর ও ছদরুদ্দীনকে প্রশ্ন করে অনেক তথ্য পেয়েছে।
ব্যাংকিং জালিয়াতির সাথে অনেক রাঘব বোয়ালদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। কিন্তু মূল আসামি ভোতন ও তার স্যাঙ্গাতরা সম্পূর্ণ হদিসহীন।
ভাল কথা– ভোতনকে একটা কথা আমার বলা হয়নি।
বলতে চাও? রফিকের নাম্বারে ফোন করে দিচ্ছি?
খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা

বসের মাথাটা কি আর ঠিক হবে। এই যেন, আরিফ জানি বসকে কী বলতে চায়!
হ্যালো ভোতন? আরিফ বলছি। আসলে পিওনের পোশাক পরে চাকরের কাজ করতে আমি অপমানিতবোধ করেছিলাম।
আর আমি অংক অপছন্দ করি না। ভালবাসি। তোর বাসায় বসে অংক করে বেশ সময় কেটেছে।
সে সময়ে আমি নতুন দুটো অংকের সূত্রও আবিষ্কার করেছি। এ জন্য তোকে ধন্যবাদ।
I...HA..HA..HATE ARI.. ARI..ARIF! I HATE ARIF!
বস ঠিক হয়ে গেছে!
গররর!
আমরা আবার প্রতিশোধ নেব! প্রতিশোধ!
খ্যা খ্যা খ্যা খ্যা!
V FOR VANDETTA

বয়স
১৬+

www.panjeree.com

লাইলী এখন নামকরা ব্যাংকার। স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখেই আছে সে। কিন্তু পুরনো শত্রু ভোতন আর তার দলবল পিছু ছাড়ে নি লাইলীর। এরই মধ্যে জেল থেকে ছেলেসহ পালিয়ে গেল ভোতনের স্ত্রী লায়লা। চোখে তার প্রতিশোধের আগুন! লাইলীর ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিজের ছেলেকে অপহরণ করে বসে ভোতন। তার ফাঁদে পা দেয় আরিফ। লাইলী কি পারবে ভয়ঙ্কর এইসব সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে? অদ্ভুত, মজাদার আর দুর্ধর্ষ সব ঘটনায় ভরপুর লাইলীর এই দ্বিতীয় পর্ব।

বাংলা পিডিএফ ডট নেট এর
সৌজন্যে

9 789846 340716